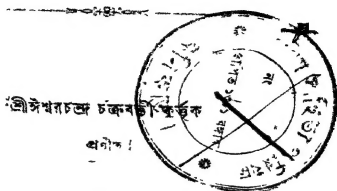




প্রদত্ত কুম্ভ ।



২৪৭৯

বোয়ালিয়া তমোম্ব যন্ত্রে

শ্রীমুবারিগোহন বিশ্বাস দ্বারা

অষ্টমবার মুদ্রিত।



১২৮৭ সাল।

মূল্য ১০ টাকা আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন ।

আজ কাল বাংলা ভাষা, কৃতবিদ্যা এবং ক্ষমতা-
শালী লেখকগণ কর্তৃক যে রূপ স্মার্ত্তজিত, উন্নত ও
বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মাদৃশ লোকের প্রবন্ধাদি
লিখিয়া যে সফল মনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা
বলা বাহুল্য । কিন্তু ক্ষমতা হীন মূর্খ সম্ভানেরও জননীর
প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি-প্রীতি প্রভৃতি প্রদর্শনের যেমন
অধিকার আছে, তদ্রূপ মাতৃ স্থানীয়া বঙ্গভাষার প্রতি
আস্থা প্রদর্শক আমার যত্ন ও শ্রম সম্বৃত্ত প্রবন্ধগুলি কৃত-
বিদ্যা সমাজে আদরণীয় না হইলেও আমার অনুর্ত্তিত
কার্য্যের সহৃদেয় অবশ্য তাঁহারা ভুলিয়া যাইবেন না ।
প্রবন্ধ কুসুমের সমুদায় প্রবন্ধই পূর্বে এডুকেশন গেজেটে
প্রকাশ করা গিয়াছিল । এক্ষণে তাহাই সংগ্রহ করিয়া
পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম । এতৎপাঠে পাঠকবর্গের
কথঞ্চিৎ পরিতোষ জন্মিলে এবং লোক সমাজের কিঞ্চৎ
পরিমাণে উপকার দর্শিলেও আমার শ্রম ও অর্থ ব্যয়
সার্থক মনে করিয়া কৃতার্থ হইব ।

১২৮৭ সাল ।

}

শ্রীশিবচন্দ্র চক্রবর্তী ।

ভোক্তালা ।



প্রবন্ধ কস্মন ।

প্রথম ভাগ ।

আমি কে ?

পৃথিবী অতি বিস্তীর্ণ । নানাজাতি জীব ইহাতে
 বিচরণ করিতেছে, নানা বস্তু ইহাতে বিরাজ করিতেছে ।
 মনোনিবেশ করিয়া জগতের কার্যের একাংশ আলোচনা
 করিলেও অতি আশ্চর্য্যান্বিত হই, এবং কোলাহল শূন্য
 নির্জন স্থান আশ্রয় করিলে গন অতি নিগূঢ় ও অগত
 হইতে ব্যগ্র হয় । সেই সময়ে “আমি কে?” এ প্রশ্নটা
 স্বতঃই মনে উদ্ভূত হইয়া থাকে । অনন্ত কাল বিরাম
 ত্যাগিয়া ভ্রমণ করিতেছে । প্রভাত হইল, পাখী বৃক্ষ
 শাখে উপবিষ্ট হইয়া, সুমধুর কুজন দ্বারা মানব-মনের
 প্রীতি উৎপাদন করিতেছে । এখন সকল জীবই ক্ষুধা
 বিধিষ্ট সুস্থ শরীর । সকলেই দৈনিক কার্যে নিযুক্ত হই-
 তেছে । আবার ক্ষণপরে তাহার বিপরীত । মধ্যাহ্ন—
 অসহ্য সূর্য্যোত্তাপ । এখন প্রাণিগণের মনোভাব ফিরিয়াছে ।
 প্রভাতের সে স্বাস্থ্য, সে ক্ষুধা, সে সৌন্দর্য্য আর নাই ।
 ক্ষণকাল পরেই আবার মৃত্যু ভাব । রাত্রি আগিল । জীব

সকল নিম্নদেবীর ক্রোড়ে শয়িত হইয়া দৈবগিক সমুদায়
 গরিপ্রম বিস্মৃত হইল । কুমুদিনী কুটিল, কমলিনী মরিল,
 একদিনে এত গণিবর্ধন ঘটিতেছে । অনন্ত কালের অবি-
 শ্রান্ত গতিতে কিনা অভূতপূর্ব অদৃষ্টচর ঘটনা ঘটিতে
 পারে ? আমি বাল্য কালে কত সুখভোগ কবিয়াছি, সম-
 বয়স্ক বালকদিগেব সঙ্গে ক্রীড়া কবিয়া কত সুখ পাইয়াছি,
 সে বড় সুখের দিন ছিল । আবার আমাকে কে যেন সে
 অবস্থা হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে । সে আমোদ, সে
 বিসৃদ্ধ সুখ, সে নিশ্চিন্ত ভাব, সে সবলতা, সে অমায়িকতা
 এখন নাই । এখন সদাই চিন্তাস্বিত, অসুখী । অর্থ চিন্তা
 করিতেছি, উন্নতিব চিন্তা করিতেছি, লোক সমাজে গণ্য
 মান্য হইবার চিন্তা করিতেছি । যশে, ধনে, মানে অকি-
 শয় অভিরুচি হইয়াছে । মন এখন বাল্যকালের সে পবিত্র
 ভাব ধারণ কবে না । মনে এখন নানা ভাবের আবির্ভাব
 হয় । কখন কিছু ভাবিতেছি, করিতেছি, করিতে ইচ্ছুক
 হইতেছি । নানা আশা । ধন বা আশা হারা পরিচালিত
 হইয়া অতি সম্ভ্রান্ত লোক মধ্যে গণিত হইতেছি,
 প্রচুর ধন সম্পত্তি অধিকারী হইতেছি, নানা গুণ সম্পন্ন
 অলৌকিক রূপ লাভ্যবতী, অমাব গৃহ শোভা করিতেছে,
 আশা যদ্য ভাঙ্গিতেছে । সকল সুখ মাইতেছে, মুখেব
 প্রসন্ন ভাব লোপ হইতেছে । আবার কান্দিতেছি । আমি
 এত করিতেছি, এত ভাবিতেছি, কিন্তু “আমি কে”
 তাহা চিনিতে পারিতেছি না । আমি কোথায় ছিলাম,
 কোথায় আসিয়াছি, কে আমাকে আনিয়াছে, তত্ত্ব করিতেছি
 না । হস্ত পদ আমার, ধন সম্পত্তি আমার, চক্ৰ বর্ণ আমার

বলিতেছি । আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পরিবার । কিন্তু আমি কার ? কে আমি, জানিতেছি না । আমি যদি আমাকে জানিব, তবে আমার বাল্যকালের সেরা স্মৃতি, সে ভাব এখন রহিল না কেন ? এ আবার অপরূপ মৃত্যু ভাবে গতিত হইয়া নানা ভাব ধারণ করিতেছি কেন ? আবার ইহাও পরিবর্তন হইবে । এখন যে ভাবে আছি, তাহাও আমি থাকিতে পারিব না । তবে আমাকে আমি চিনিলাম কে ? মানব । যদি তোমাকে তুমি চিনিতেছ না, তবে আমার প্রাণাদ, আমার হৃদয় হস্তী, আমার অতুল ঐশ্বর্য্য বলিয়া অধীৰ হইতেছ কেন ? পদস্বল্প নাশে স্মরণ বৈতন্য নিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছ, কুটিলতা দ্বারা মনের পরিভ্রম ভাব একবারে বিসর্জন দিতেছ । ঐশ্বর্য্য গর্ভ, বিদ্যার গর্ভ, বলের অধিকার দ্বারা অতিশয় গণ্য মান্য হইবার চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু তুমি কাল কর্তৃক পরিচালিত হইয়া কখন কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইতেছ, তাহার অনুসন্ধান করিতেছ কি ? তোমরা সকলেই একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, “ আমি কে ? ” যদিও আমার হস্ত, পদ, চক্ষু, কণ্ঠ সকলই আছে, তাই বন্ধু পরিবার সকলই আছে, শ্রিয়ন্তমা পত্নী ও শ্রিয়ন্তর পুত্র সকলই আছে, তথাপি আমাতে আমার কর্তৃত্ব কিছুই নাই । রোগে কাতর হইতে হইতেছে, শোকে অধীৰ হইতে হইতেছে, নিন্দাতে হুঃখিত হইতে হইতেছে, প্রশংসায় আনন্দিত হইতে হইতেছে, প্রকৃতির নিত্য অধীন থাকিয়া গুমুদায় কায করিতে হইতেছে । তবে তোমাতে তোমার প্রভু কিছুই থাকিল না । সুতরাং তুমি তোমাকে জানিলে না । কাহা-

রও সম্বন্ধে জানা শুনা না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে কিছুই বিবেচনা করা যায় না । হে মানব ! আর কেন এত গোল ! এত চিন্তা ! এত কষ্ট ! তোমরা সকলেই যখন ভাবিতেছ, “আমি কে ?” এখন আমাকে যিনি জানেন, তাঁহাকেই আমাদের জ্ঞান কর্তব্য, এবং তবেই আমাকে আমি জানিতে পারিব । অতএব বুদ্ধিমন্ ! তুমি অন্য সমুদায় চেষ্টা তুলিয়া তুমি তোমাকে চিনিবাব যত্ন কর । আমরা সকলেই যদি আমাকে চিনিবাব চেষ্টা করি, তবেই পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিব ।

সুখ ।

এই বিশাল পৃথিবীমণ্ডলে মানবগণ কেবল সুখের জন্যই ভ্রমণ করিয়া থাকে । ছুঃখকে কেহ চায় না । ছুঃখ আমাদের চির সহচর হইলেও আমরা সুখের উচ্ছল বদন আশা দ্বারা দর্শন করিয়া সুস্থির চিত্তে কাল বাণন করিবাব চেষ্টা করি । সে চেষ্টা কতদূর সফল হয়, বিচার করি না । অনন্য কত কষ্টে, কত যত্নগা সহ্য করিয়া, আহাৰ নিদ্রার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া শিশু সন্তানকে প্রতি-পালন করিয়া থাকেন । সন্তানের শরীর কিছুমাত্র অসুস্থ হইলেই তাঁহার কণ্ঠে জল থাকে না । তিনি চিন্তাতে আরও কিছু ক্ষীণ-কলেব হইয়া পড়েন । এত কষ্ট কি জন্য ? না আপাততঃ সন্তানটি কিছু বড় হইয়া কথা কহিতে শিখিলেই মা—বলিয়া ডাকিবে, হাসিবে, খেলিবে, কো-

ভুক করিবে, জননী তাহাতেই কৃতার্থ হইবেন । হয় ত ছেলে কালে প্রচুব উপার্জন করিতে শিখিবে । নানা বিদ্যায় বিশারদ হইবে, লোকে অনেক প্রশংসা করিবে । অপার সুখে সুখিনী হইয়া তিনি তৎকালে এই ধরণী মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিবেন । কিন্তু এইরূপ আশা কর জন লোকের পূর্ণ হইয়া থাকে ? সম্ভান হয় ত কথা কহিতে না শিখিয়াই মানবলীলা সম্বরণ কবিল । জননীর সকল আশা, সকল ভরসা ফুরাইল । এত কষ্ট বিফলে গেল, এই পৃথিবী তিনি শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন । কেহবা নির্বিশেষে পুত্রকে প্রতিপালন করিয়া মানুষ কবিলেন । পুত্রও সম্ভাবিত উপার্জন করিতে লাগিল, জননী পুত্রের আরও উন্নতি হইবে, মনে কবিয়া ভবিষ্যৎ সুখ-আশায় রহিলেন । উপস্থিত পুত্র সম্যক্ ভোগ করিতে পারিলেন না । ঐ যে ধনী স্বীয় আবাস স্থান অট্টালিকা ভূষিত কবিয়া বিবিধ বিলাস দ্রব্য সম্বিষ্ট পরম সুখে আছেন, বোধ করিতেছি, বাস্তবিক তাহা নহে । ধনীর ইচ্ছা যে, আরও উন্নতি হউক, ইচ্চক নির্মিত গৃহে তাঁহার ভূগু জন্মিতেছে না । অট্টালিকা স্বর্ণময় হইবার বাগনা তাঁহার মনে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে । তিনি লোক সমাজে আরও গণ্য মান্য হইতে ইচ্ছা করেন । তিনি সমাজগত, বিদ্যাগত, ধনতঃ, মানতঃ সৰ্ব্বতোভাবে সকলের অগ্রগণ্য হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন । ভবিষ্যতে তাহা হইবে, এমন আশাও খুব রাখেন, উপস্থিত সুখ সম্যক্ ভোগ করিতে পারিতেছেন না । মানব ! তুমি বনোরস সঙ্গীত কি কাব্য শ্রবণ করিতেছ ? “ উহা অপেক্ষা

জাবও ভাল আছে বলিয়া” ঐ সঙ্গীত কি কাব্য শ্রবণে তত সুখী হইতেছ কৈ ? তুমি যত ভাল বস্তু দেখিবে, ততই ভাবিবে যে, ইহা অপেক্ষা ভাল এই জগতে আছে । সুতরাং তাহা না দেখিয়া সম্যক্ প্রকায়ে সুখী হইতে পারিবে না । অসুখ তোমার উপর সর্বদা প্রভুত্ব করিবে । জগতের কোন বস্তুই উত্তমতাব গীয়া দর্শন করা কতদূর সম্ভাবনা, বিবেচনা কবিয়া না । তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক বোধ হইবে না । আশার কুহকে পতিত হইয়া তোমাকে ঊণ-স্থিত সুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে । ভবিষ্যৎ সুখের জন্য অপেক্ষা কবিরাই এট মানব জন্ম অসুখে যাইবে । আমরা লোভেরও একান্ত বশীভূত হইয়াছি । লোভে আমাদের সুখ দিবে বলিয়া নিরন্তর আশ্বাস প্রদান করিয়া থাকে । আমরাও অনুকণ প্রত্যাশিত হই, তথাপি লোভের কুহক বুঝিতে পারি না । লোকে বলে বাল্যকাল সুখের সময় । বালকেবাও কি কোন প্রকার কার্যে সম্যক্ সুখ লাভ করিতে পারে ?

তাহারা খেলিতে আরম্ভ করিল । “ডু ডু” খেলা গান করিয়াই “চন্দ্রকোট খেলাইবে” । এই “চন্দ্রকোট” খেলাইবার আশাতে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া বালকেবা “ডু ডু” খেলার সম্যক্ সুখ অনুভব করিতে পারিল না । হয়ত “চন্দ্রকোট” খেলার পরও তাহাদিগকে তাল খেলিতে হইবে । এইরূপে দিন গেল । অন্য খেলার বিষয় সে দিন ঠিক করিয়া রাখিল । রাত্রিতে চিন্তা হইল, রাত্রি প্রভাত হইলেই হয় । সর্ব সমাপনশিনী নিদ্রা না আসিলে বালকেরও তখন কষ্ট হইয়া থাকে । বালকেবাও ভবিষ্যৎ

সুখের আশা করিয়া উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ করে । আমি ভূমণ্ডলে যদি সুখের জন্যই আসিযাছি, সুখী হওয়াই যদি জগতের নিয়ম হয়, তবে এত দুঃখ ভোগ কবির কেন ? হা! দুরন্ত শীতকাল । মনুষ্যকে নানা কষ্ট পাইতে হইতেছে । রাত্রি হইলেই প্রভাত হওয়াব বাসনা সকলের মনে অতিশয় প্রবল । আবার প্রভাত হইলেই সূর্য্য দেবেন দর্শন পাওয়া সকলের প্রার্থনীয় হইয়া উঠে । এমন কি, শীতকালটা না গেলে আর সুখ হইবে না বোধ করি । শীতের ছয় মাস অসুখে অতিবাহিত হইল । আবার গ্রীষ্ম আসিল, গ্রীষ্ম-জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠিল । আবার দ্বুস্ত শীত প্রার্থনীয় হইল । এই রূপে দিন অসুখেই যাইতেছে । রোগ হওয়াতে শয্যাশায়ী হইলাম, দিবা দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল, রাত্রি আসিল, রাত্রিও প্রভাত হয় না । রাত্রি গোহাইল, আবার দিন আগিল । দিবারাত্রি অসহ্য 'যন্ত্রণাতেই যাইতেছে । তথাপি রাত্রি আসিলে ভাল থাকিব, এবং রাত্রি হইলে দিন আগিলে ভাল হইব বলিয়া আশা হৃদয়ে অক্ষুণ্ণই থাকে । আমি যতই উপার্জন করি, ততই উৎকট আশার বশীভূত হইয়া ইতস্ততঃ জ্ঞান শূন্য হই । নিয়তই অধিক চাই । অল্পেতে আমার পোষায় না । পূর্বে যদি আমি মাসিক দুই টাকা পাইতাম, তাহাতেও পোষাইত না । পাঁচ টাকা পাইলেও পোষায় না, পঁচিশ টাকা পাইলেও পোষায় না । এক শত বা এক সহস্র টাকাও অল্প জ্ঞান হয়; অর্থাৎ আমার মাসিক আয় তাহা হইলেও পোষায় না । সুতরাং আমি তখনও নিরুপায় । জুয়া খেলায় এইরূপেই লোকের সর্বনাশ হইয়া

থাকে । এক পরমা দিয়া এক টাকা পাইলেও খেলার সম্বন্ধে যেটে না । কবে কে দেখিয়াছেন যে, লোকে অর্থে বীতম্পৃহ হইয়াছে ? “আমি অর্থ চাই না, আমি অর্থোপার্জনই চেষ্টা করিয়া অবশ্যক নাই” কয় জন লোকে এরূপ ভাবিয়া থাকেন ? কয় জন লোক আপন মরণ কাল চিন্তা করিয়া থাকেন ? অনেক বুদ্ধ পর্যন্ত অস্পৃশ্য বারাজনাকে স্বীয় অঙ্গ ভূষণ করিতে লজ্জা বোধ করে না, অধর্মে ভীত হয় না ।

আমি বিবাহ করিলাম, স্ত্রী আমার ধর্ম্মরাগিনী, প্রতিপ্রাণা হইল, ভবিষ্যতে আরও ভাল হইবে বলিয়া আশা করিতে লাগিলাম । আমার সম্ভ্রান সম্ভ্রতি জন্মিল, তাহার বড় হইয়া লেখা পড়া কবিতা লাগিল । তাহার শিক্ষিতবিদ্য হইল । আমার পরিবার ক্রমে বাড়িতে লাগিল, আরও বাড়িবার আশা করণীয় হইয়া উঠিল । এ পর্যন্তও নির্মল সুখ কোন দিন ভোগ করিতে পারিলাম না । আমি বাঙ্গলা জানি, ইংবেজি জানি, আরও দুই এক ভাষা শিক্ষা করি, এ পরীক্ষার পব ও পরীক্ষা দেই, আমার গৃহে বলিয়া বিদ্যাব উন্নতি করি । এইরূপে বিদ্যাব লীমা দেখিতে চাই; কিন্তু বিদ্যার লীমা কোথায় পড়িয়া থাকে, মানুষকে অসীম কালের কবলে পতিত হইতে হয় ।

ফলতঃ আমাদের সুখের দিস্তার দুঃখেই কাল অতিবাহিত হয় । একুত সুখ আমরা এক দিনের জন্যও পাই কিনা সন্দেহ । যাঁহারা একুত সুখী, তাঁহারা অন্ত্যমত

সমুদ্র, এবং সেরূপ লোক নানা বিলাস দ্রব্য সমন্বিত এই
অবনী মণ্ডলে অতি অল্পই আছেন ।

সময় নষ্ট করা ।

রাশি রাশি স্বর্ণ খণ্ডের বিনিময়ে, যে অমূল্য সময়ের
একটুকু পাওয়া যায় না, বালকেরা তাহা খেলাইয়া নষ্ট
করে । আমরা যে কাল ব্যাগিয়া পরিশ্রম করিলে উদয়া-
য়ের সংস্থান করিতে পারি, বিলাস দ্রব্য উপার্জন করিতে
পারি, আত্মোন্নতির, পদোন্নতির বোজ রোপণ করিতে
পারি, নির্দোষ বালকেবা তাহা রথায় শেষ করিয়া থাকে ।
তাহারা উপদেষ্টার কথা শ্রবণ করে না । এমন কি, খেলা
পাইলে তাহারা আহাবের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায় । এই
সংসারে খেলা ভিন্ন তাহাদের আর কিছুই প্রিয় বোধ হয়
না । বয়সের আধিক্য সত্বেও যে পর্য্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তি ন্যায়
পরতান অবীনে না আইসে, তদবধি বালকেরা খেলাকেই
একমাত্র প্রিয় বোধ করিয়া থাকে । অতএব বাল্যকালে
অর্থাৎ ক্ষুদ্রোত্তরা সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমাবস্থায় যে
খেলাকেই প্রিয় বোধ করিবে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম । ঈশ্বর
প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অধীন হইয়াই বালকেরা খেলায় এত
আগন্ত হয় । আমরা সহস্র চেষ্টা করিয়াও ক'ন্ত রাখিতে
পারি না । তাহাতে যে “সময় নষ্ট করা হয়” ইহা
তাহারা কোন রূপেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না । ধনী যে
সময় ঐকান্তিক চিন্তে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় বিকৃত
থাকেন, জ্ঞানীরা যে সময় শাস্ত্রালোচনায় দৃঢ়রূপে মনঃ
সংযোগ করিয়া থাকেন, বোগিবৃন্দ যে সময়ে একমাত্র

ঈশ্বরে ননোনিবেশ করিয়া পরকালের সুখ সংস্থান করিতে চেষ্টাবান থাকেন, বালকেরা সেই “সময়” খেলার কাটা-ইয়া থাকে । কি আশ্চর্য্য ! বোধ হয়, ইহার কোন গুঢ় তাৎপর্য্য থাকিতে পারে । আমরা পণ্ডিত হইয়া বিদ্যার আলোচনাই করি, সাধু হইয়া ধর্ম্মালোচনাই করি, ধনী হইয়া অভিমানে মস্তক উন্নত করিয়াই থাকি, কিন্তু সে সকলই খেলা । খেলা যেমন নষ্টের বিষয়, এ সংসারের সকলই সেই প্রকার নষ্ট । যে দেহের জন্য এত অভিমান করি, সংসারে আসিয়া এত কার্য্য করি, সে দেহও নষ্ট হইয়া থাকে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংসারের কার্য্য “আগাগোড়া” খেলা । ধনিন্ ! তুমি যত কেন লোকের উপর প্রভুত্ব কর না, যত কেন বিলাস দ্রব্যের উপভোগে তৃপ্তি লাভ কর না, লোক সমাজে তোমার কীর্ত্তি রাশি যত কেন বিঘোষিত হউক না, বালকের খেলার মত এক দিন উহা তোমার নষ্ট হইবে । ঐ যে নানাবিধ পুষ্প ফল সম্বিভ রক্ষাবলী পূর্ণ তোমার রমণীয় উদ্যান, যে স্থানে মধু লোভে অলিকুল মানবের শ্রবণ রঞ্জন করে, ফল লোভে নানাবিধ সুগায়ক বিহঙ্গমগণ জগৎ মোহন স্ববে গান করিয়া থাকে, উহাও নষ্ট হইবে । তোমার দ্বিতল ত্রিতল সৌধরাজি ভূষিত সুন্দর আলয়, হস্তিশালে বেশ ভূষায় মজ্জিত মাতঙ্গকুল আলানে বদ্ধ রহিয়াছে, সুদৃশ্য অশ্ব সকল আস্তাবলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, অহরহঃ তোমার আলয়ে লোকারণ্য, কিন্তু মনে করিও যে, এমন সুদৃশ্য আলয়ও এক দিন নষ্ট হইবে । নিত্য কোন বস্তু এই জগতে আছে কি না, বলিতে পারি না, বৃষ্টিতে পারি

না । সকলে যাঁহা করিতেছে আমরাও তাঁহা করি, সকলে যাঁহাকে “সময় নষ্ট করা” বলিতেছে, আমরাও সেই রূপ কার্য্য করাকে “সময় নষ্ট করা” বলি । বিদ্যার্থিন্ ! তুমি আহার নিদ্রার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছ, পরীক্ষা কোন রূপ অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহা গণ্য করিতেছ না । শক্তি থাকা পর্য্যন্ত বিদ্যা শিক্ষায় অমনোযোগী হইতেছ না । কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার জীবনের এক এক অংশ যে, নষ্ট হইতেছে, ভাবিতেছ কি ? বালকদিগের খেলা দেখিয়া রাগান্বিত হইতেছ । কিন্তু এই সংসারের লীলাই যে খেলা, তাঁহা বুঝিতেছত ? আমরা যাঁহা করি, সে সমুদায়ই যদি নষ্ট হইবে, তবে বালকেরা “খেলিয়া সময় নষ্ট করিতেছে” বলিয়া তাঁহাদিগকে এত শাসন করিবার প্রয়োজন কি ? এই সংসারের ভাব বিচিত্র । মানা জনের মনোভাব নানারূপ । এক সময়ে আমি যে কার্য্যকে করণীয় ও সুখজনক বলিয়া তাঁহার অনুর্ত্তান করিতেছি, অন্যে তাঁহাতে “বৃথা কাল হরণ করা হইতেছে” বোধ করিয়া থাকেন । বালকের খেলা দেখিয়া ধনীপুৰুষেরা কবেন যে “ইহারা নিতান্ত নিৰ্কোষ, কেন না, যে সময় ইহারা খেলিয়া নষ্ট করিতেছে, এই সময় ব্যাপিয়া ইহাদিগের এমন কোন কার্য্য নিবন্ধি থাকা বিষয়ে যে, ভবিষ্যতে তদ্বারা অর্থ উপার্জিত হইতে পারে । আবার ধনীর কার্য্য দেখিয়া পরিণামদর্শী, বিবেকী বিষয়া-সক্তি শূন্য, ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি মনে করিয়া থাকেন যে, ধনীর কি ভ্রম ! এই ধন্যসকল বস্তু সকলের উপভোগে আসক্ত হইয়া ঈশ্বর হইতে মনকে দূরে রাখিয়াছে । উদাসীন ।

এই সংসারের সুখকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন, এক সাজ সৈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনাকে সুখী বোধ করিতেছেন । ইহা বিদ্যার্থীরা উদাসীনকে মনে মনে অবজ্ঞা করিতেছেন, এবং সে সংসারের কিছুই সুখ পাইল না বলিয়া তাহাকে ভিরস্কার করিতেছেন, অথচ উদাসীনের যেরূপ সৈশ্বর চিন্তায় সুখ বোধ হইতেছে, ধনী অর্থ চিন্তা করিয়া, বিদ্যার্থী বিদ্যাব চিন্তা করিয়া এবং বালকেরা খেলা ভাবিয়া সেই রূপ সুখ লাভ করিতেছে । তাহাদের মনে শান্তি অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে । তবে তাহারা গুম্ব নষ্ট করিতেছে কৈ ? আমরা যদি দুই দণ্ড কোন মিষ্টস্বরে বর্ণ অর্পণ করিয়া অর্থ চিন্তা বা উন্নতির চিন্তা বিস্মৃত হই, তবেই কি সময় নষ্ট করা হইল ? কিম্বে সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয়, সময়ের সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে, এই বিভিন্ন প্রকৃতি মানব সমাজে তাহার মীমাংসা করা খুব কঠিন । এই সংসারের সকলই নষ্ট । বাহ্য প্রকৃতির নিয়মের অধীন, অনুযা চেষ্টায় তাহাব ব্যতিক্রম সম্ভাবনা কোথায় ? রমণীয় পুষ্প রাশি, বাহ্য আশাদিগের নয়নের ও নাগিকার তৃপ্তি বর্জন করে, তাহারূপ হইতে উঠাইয়া রাখিলেই নষ্ট হইয়া যায় । প্রভাতে শিশির বিন্দু মুক্তার ন্যায় ছুঁদলে অশোভিত হইয়া কিরংকণ পরেই নষ্ট হয় । কুমুদিনী রজনীতে সরোবরের এত শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু সে শোভা কত ক্ষণ থাকে ? সকালেই নষ্ট হয় । বালকের অমিয় জড়িত কথা অধিক দিন নষ্ট না হইয়া থাকে না । রমণীর মনোহর রূপলাবণ্য তাহাদের যুগ্ম পাদ বিক্ষেপের কমনীয়তা, মুক্তানিভ দশন জ্যোতিঃ, যন বর্ণ সদৃশ সুদীর্ঘ কুণ্ডল রাশি,

যাহার বর্ণনে কবিদিগেব লেখনী শাস্ত্রভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকে, দুই দিন গবেই সে সব নষ্ট হয় । জীবন, যৌবন কিছুই চিরকাল, অব্যাহত থাকে না । প্রকৃতির নিয়ম-অুসারে সকলই পরিণামে নাশকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্রভাতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র, বসন্তের কোকিল ধ্বনি, মহাকারে যুকুলের শোভা, অল্প কাল মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায় । আমবা যাহা করি, সে সকলই নষ্ট হয় । যাহা দেখি, সে সকলই নাশ-শীল । পৃথিবীতে ভাল কোন বস্তু আছে কি না, জানি না । সামান্যতঃ আমবা যে সব কার্য্যে মিশ্রিত থাকিয়া “সময় নষ্ট করিব না” বলিয়া দস্ত করিয়া থাকি, সে সকলই নষ্ট হয় । অতএব এই মন্ধর সংসারে থাকিয়া সময় নষ্ট না করার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র ।

—*~*~*~*

চতুরতা ।

আজ কাল মানব সমাজে চতুরতাব অনেক প্রশংসা শুনা যায় । অধিক পবিমাণে চাতুরী করিতে পাবিলেই “বুদ্ধিমান” ব। গা অভিহিত হওয়া যায় । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, চতুরপ চাতুরীর সহিত ন্যায্য ও ধর্ম্মের কিছুমাত্র সংশ্রব নাই । আমি ধর্ম্মতঃ বিশ্বাস করিয়া তোমার নিকট কতকগুলি টাকা রাখিলাম, তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম বলিয়াই আর তাহার কোন নিদর্শন রাখা আবশ্যক বোধ করিলাম না । পরিণামে তুমি আমার টাকা গুলি আত্মসাৎ করিলে, আমার তাহা লইবার কোন উপায় থাকিল না । তুমি খুব চতুর ! আমি ঠকিলাম, আমি নিকোঁষ ।

কোন নাবালগ জমিদারের সম্পত্তির ভাব তোমার উপর অর্পিত হইল, তুমি যথাগাধ্য তাহা হইতে অন্যায় রূপে অর্থ গ্রহণ করিয়া বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলে, স্বীয় আলয় সৌধরাজি ভূষিত হইল । এদিকে নাবালগকে যথার্থ প্রাপ্ত সম্পত্তিতে একবারে বা বহু পরিমাণে বঞ্চিত করিলে, তুমি খুব চতুৰ । কোন জিনিস ক্রয় করিবার জন্য তোমার নিকট মূল্য প্রদান করিলাম, তুমি অপেক্ষাকৃত বনর্য্য জিনিস অল্প মূল্যে আনিয়া আমাকে প্রদান করতঃ অবশিষ্ট আত্মসাৎ করিলে, আমি কর্তব্য জ্ঞানের বশবর্তী হইয়া তোমার প্রদত্ত জিনিসের “ দাম ” লইয়া কোন কথা বলিলাম না । তুমি চতুৰ ! আমি খুব ঠকিয়া গেলাম । ফলতঃ সে বুদ্ধি ন্যায় ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া মাতুলকে কোন স্বার্থ সাধন জন্য নিয়োজিত করে, আজ কাল তাহাই “ চতুৰতা ” নামে অভিহিত হইয়া অধিকাংশ লোকের গৌরবাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে । ছলে বলে কৌশলে যে কোন ব্যক্তি আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া লোক সমাজে অন্যায়রূপে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পাবে, সেই চতুৰ এবং সকলেব নিকট প্রায়ই আদরগীর্ণ হইয়া থাকে । তুমি ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া কোন জঘন্য উপায়ে যদি নিজ স্বার্থ সাধনে বিরত থাক, তবে নির্দোষ (বেকুব) অসার, কাপুরুষ, ভীৰু ইত্যাকার বিশেষণগুলি পাইয়া তোমাকে বিষন্ন হইতে হইবে । যাহা অধিকাংশের করণীয়, তাদৃশ কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে লোকালয়ে বাস করাও দুঃক্লহ হইয়া উঠে । বর্তমান সময়ে দেশে দেশে, নগরে নগরে, পলীতে পলীতে বিদ্যা চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে ।

কিন্তু সেই বিদ্যাভ্যাগের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই ফলিতোছে না; অথবা অতি অল্প পরিমাণে ফলিতোছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিদ্যালয়েব বালক ও বালকদিগেব অভিভাবক প্রভৃতি সকলেই আর্থিক উন্নতির পথ পূর্বে অনুসন্ধান করেন। এখন চাকরী তত দূর সুবিধা না থাকাতে বিদ্যাধ্যয়নাদি করা অনেকে বিড়ম্বনাব বিষয় বলিয়া মনে কবেন। শিক্ষকেরাও স্ব স্ব কার্য্যকে পূর্ব্বে জন্মার্জিত পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া ভাবেন। এরূপ ঘটনার কারণ কি? উত্তর— সকলেবই চতুৰ হইবাব ইচ্ছা যে, বিদ্যা আশাদিগকে চতুরতাতে নীত না কবে, তাহার অধ্যাপনা ও অধ্যয়নে ফল কি? ইহা কন আক্ষেপেব বিষয় নহে যে, বর্তমান শিক্ষা প্রণালী মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব শিক্ষাদিতেছে না। আর্থিক বলে উন্নীত হই। শরীরস্থ উৎকৃষ্টতর মনোবৃত্তিগুলিব পরাক্রম রক্ষা না করিবার ইচ্ছা মানুষকে দুর্দশায় নীত করে ভিন্ন কদাপি মঙ্গল দান করে না। বর্তমান কালে যিনি চতুৰ বলিয়া অভিহিত, দেখিবে তিনি সেই চাতুরী দ্বারা ক্ষণক্ষণকর কতকগুলি অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন ভিন্ন মনুষ্যোচিত কোন কার্য্যই করিতে পাবেন নাই। অর্জনস্পৃহা আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ভ্রমঃ পবিচালনে মনের তেজঃ লাঘব হয়, এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নীচ বৃত্তিগুলিও আমাদের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ আমরা অতীব নীচতাতে নীত হই। তখন প্রাণান্ত পর্য্যন্তও ঘটিয়া উঠে। নবাব গিরাজউদ্দৌলার জীবনরত্ন অরণ কর, তাহার জীবনের প্রথম ভাগের কার্য্যাবলীতে তামাকে

অর্থ শিলাগাম্‌ ব্যতিব্যস্ত করিতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ সময়ের বিবরণ অর্থাৎ মীরণের অতি সামান্য কর্মচারীব কর্তৃত্ব শাণিত তববারি যখন তাঁহার মস্তকস্পর্শ করিল— মনে কর, কেবল আর্থিক বল লাভের জন্য এই কণ্ঠস্বর। আমার দেহ ধারণ করিয়া ন্যায়, ধর্ম্ম, উপচিকীর্ষা, গবলতা, মৌজ্জনা, সত্য প্রভৃতির অনাদর করে, এবং “ যেন তেন একাবেণ ” অর্থ সাধন জন্য ব্যস্ত হয়, যে নিতান্ত নির্দোষ । “ বাহার উপার্জনে দুঃখ, বাহুল্যে ভয়, নাশে মনস্তাপ ” এতাদৃশ পদার্থ অর্থের জন্য সর্ব সুখ ও শান্তিএদ ধর্ম্ম সত্য ও ন্যারে জলাঞ্জলি দেওয়া কি প্রকৃত চতুরের কার্য্য ? পুরাণে সাক্ষ্য দান করিতেছে, পুরাকালীন মুনিগণ বিদ্যা বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও তপো-বলে অপবিত্র ক্রমতা লাভ করিয়াছিলেন । রাজত্ব প্রভৃতি তাহারা তৃণবৎ ভুগ্ন করিতেন । রাজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আদি তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত । এমন কি, ধর্ম্ম বল দ্বারা দৈব বিপদাদিও সহজে নিবাকৃত হইতে পারে । মানব ! যদি জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাও, এই দুঃখের সংসারে বিমল আনন্দ লাভ করিতে চাও, শোক দুঃখ বিপদাদিকে অগ্রাহ্য করিতে চাও, শান্তিরূপ সরোবরে গম্ভীর করিয়া, যদি নিরন্তর এসব থাকিবার আভিলাষ কর, পূর্ণ আনন্দে মত্ত হইয়া যদি তোমার অপদার্থ শরীরকে কর্ম্মঠ করিতে ইচ্ছুক হও, কবি কল্পিত পুণ্যের ফল স্বর্গীয় উপাদেয় জিনিস সমূহের উপভোগ বর্জন্য যদি মর্ত্য লোকেই সিদ্ধ করিতে চাও, নিরন্তর এক মনে ধর্ম্মের অনুসরণ কর, সত্যের আশ্রয় লও,

নগরের শাসনাধীন থাক । সচরাচর লোকে বহাকে চতুর্নতা বলে, আব তাকাব প্রতি প্রজ্ঞা থাকিবে না । গেরূপ চাতুরী তোমার স্বভঃ স্ফূৰ্ণ হইবে । পর-ধনে অভিনাষী হইয়া, পরের ক্ষতি বিধান করিয়া যে চতুর জন, সে বাস্তবিক নির্দোষ । তাহাতে পরিণামে তাহাব অ'গনার ধন নষ্ট ও অশেষ প্রকারে ক্ষতি হয় । দানানুকম প্রতিদান অবশ্যই লাভ করিতে হয় । ভূ'গ যদি অন্যায় উপায়ে অন্যের ক্ষতি কর, অন্যের সহিত অসদ্ব্যবহার কর, তোমাকেও অবশ্যই এক সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও অন্যের নিকট হইতে অসদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইতে হইবে । আপাততঃ যাহা চতুর্নের কার্য বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাতে তোমাব বুদ্ধি বাস্তবিক ভ্রমাক্রান্ত হইয়া মন্দীভূত হইয়াছে জানিও । গভীর ধীশক্তি সম্পন্ন শাস্ত্রকারেরা কলির শেষে লোক সকল ছোর পাণ্ডাক্রান্ত হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । আমরা যতই সভ্য হইবার চেষ্টা করি না কেন, তাঁহাদের সেই কথা মিথ্যাতে পরিণত করিতে পারিব বলিয়া বদাগি নো'ন হয় না । তাঁহারা বিদ্যা, 'বুদ্ধি, ধর্ম' ও তপোবলে ভবিষ্যৎ, বর্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতেন; সুতরাং তাঁহাদের লিখিত বাব' অন্যথা হইবে কেন,? বোধ করি, সেই জন্যই ইদানীন্তন শিক্ষা নিতান্ত নীতি-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে । এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিদারী লব্ধ প্রতিষ্ঠ বিদ্বানের সংখ্যাও নূ্যন নহে; কিন্তু তথাপি সমাজে সত্য, ধর্ম ও ন্যায়ের আদর বাহুল্য রূপে হইতেছে না; বরং ক্রমশঃ অধর্মের স্রোতঃই প্রবল রূপে বহিতেছে । নগর প্রভৃতিতে অনেক সুশিক্ষিত লোকের অবস্থিতি নিবন্ধন কতক পরিমাণে তথায় সমীতি

সমূহের অনুষ্ঠান দেখা যায়, কিন্তু পল্লীবাগী ভদ্রের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে গহ্বদয় ব্যক্তিমাতেই ক্ষুণ্ণ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না । পল্লীবাগী জমিদার তালুকদারদিগের অধিকাংশেরই শিক্ষা “ চলন মই গোচের ” পরন্তু এখনকার নীতিহীন শিক্ষায় উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া আসিলেও, এই সব জমিদার প্রভৃতির সম্বন্ধে নৈরা-কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অধিক কাল স্বীয় বুদ্ধিকে ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুসারিণী করিয়া রাখিতে পাবে না; সুতরাং তাদৃশ অবস্থায় পল্লী সমূহের দশা বহু পরিমাণে শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় । অনর্থক মামলা দে'কদ্দমায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া লোকের উপর উৎপীড়ন মূলক প্রভুত্ব স্থাপন করিবার আশাতে চতুরতা প্রকাশ করিয়া এই সকল জমিদার বেক্রপ বাশি রাশি অর্থ ধ্বংস করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি যদি ন্যায়, ধর্ম্ম ও মতের অনুসরণ করিত, তবে সেই সকল অর্থ হইতে গ্রামবাগীদের শুভ সুখময় ফল প্রাপ্তিই কোনই ব্যাঘাত থাকিত না । ধর্ম্মেতে বিহীন হইয়া চাতুর্য্য মূলক বুদ্ধি লোক সমাজে বেক্রপ আদর প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং নানারূপ বিদ্যাব আলোচনাতেও যখন মনুষ্যকে গর্হ্যতা কর্তব্য-পরাগণ ও ধর্ম্ম-পরাগণ করিয়া তুলিতেছে না, তখন কলির শেষ ভাগের হীনাবস্থার বিষণ্ণ শাস্ত্রকারের মাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহা গর্হ্যতোভাবে সমগ্রমাণ মন্দেই নাই । চতুরতা প্রভৃতির আদর এইরূপ অব্যাহত থাকিলে, ক্রমশঃ লোকদিগকে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে, এবং সেই বিপদের অন্তঃসীমাই

৩. সৌন্দর্য্য পূর্ব পৃথিবীর প্রলয় কাল । অতএব মনুষ্য

শিক্ষা, জ্ঞান ও আচরণ, নিয়ত ধর্ম ও নীতির অনুযায়ী হওয়া আবশ্যিক । সময় সময় অনেক মহাত্মাই যে একতার জন্য চীৎকার করেন, তাহাও মনুষ্যের ধর্ম ও নীতিযুক্ত শিক্ষা, জ্ঞান ও আচরণাদির উপর নির্ভর করে ।

—•••••—

বড় মানুষ ।

বড় মানুষ কাহাকে বলে, মানুষ কিসে বড় হয়, এ কথাব ঠিক উত্তর নির্ণয় করা মাদৃশ জনগণের পক্ষে সহজ নহে; তবে বড় মানুষ বলিলে সচবাচর লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে দুই চারি কথা বলাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । তৎপরে পূর্বোক্ত কথার উত্তর নির্ণয় করিতেও যথাসম্ভক্তি চেষ্টা করা যাইবে ।

যাঁহারা ধন, মান ও উচ্চপদ ইহার কোন একটীতে বিশেষ রূপে উন্নত, আমরা সাধারণতঃ তাঁহাদিগকেই বড় মানুষ বলিয়া থাকি; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ধন, মান বা পদেব সঙ্গে মনুষ্যের সম্বন্ধ অতি অকিঞ্চিৎকর । ও সকল হইতে সহজে মনুষ্য স্থালিত হইয়া যায় । এইরূপে অনেক ধনী, মানী ও উচ্চ পদান্বিত লোক (যাঁহারা পূর্বে বড় লোক বলিয়া কথিত হইয়াছিলেন) আবার ছোট লোকেব মধ্যে গণ্য হইতে পারেন । পণ্ডিতেরা অর্থকে অনর্থের মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন; প্রকৃত প্রস্তাবেও যে, অনেক সময়েই অর্থ হইতে মহান্ অনর্থের উদ্ভেক হয়, তাহা স্মৃতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে । মনুষ্যের মধ্যে যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, সমাজে হতমান হইয়া

ধাকিতেছে, জীবিত্য ও ধর্ম্যচ্যুত হইতেছে, অনুচিত অর্প
 পিণাসাই তাহার অধিকাংশের কারণ । ঐ পিণাসায় পীড়িত
 হইয়াই মনুষ্য স্বজাতির মস্তকচ্ছেদনে কুণ্ঠিত হয় না ।
 তাহার শোণিতে হস্ত দূষিত করিতে কিছুমাত্র ভীত হয়
 না । দাম্পত্য প্রেম, মস্তানে স্নেহ, পিতার প্রতি ভক্তি
 প্রভৃতি অর্প-পিণাসাতেই মনুষ্য মধ্যে অনেক সময়ে বিকৃত
 হইয়া পড়ে । অনুচিত অর্প পিণাসা, দয়া, দাক্ষিণ্য ও
 ঐদার্য্য প্রভৃতি উক্ত শ্রেণীস্থ গুণগুলি হইলে অনেককে
 বঞ্চিত করে । “ অর্প বে অনর্থের মূল ” এই রূপ ভূরি
 ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা অনাসার্য্যে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ।
 অতএব বাহ্য এতাদৃশ অনিষ্টের বিধাতক, তাহার আশ্রয়ে
 মনুষ্য কদাপি প্রকৃত প্রস্তাবে বড় হইতে পাবে না । সভ্য
 বটে, অর্প-মনুষ্যের একান্ত প্রয়োজনীয়, এবং তাহা আশু
 সুখকর বহু ক’র্যের সংঘটনকারী, কিন্তু ইহাতেই মনুষ্যের
 লোভ, ন্যায়গণিত্য অতিক্রম করে; স্রুতবাং অর্থের প্রতি
 পিণাসা ও অতিশয় বদনতী হইয়া উঠে । নিবনচ্ছিন্ন ধন
 হইতে মনুষ্য কখনই সভ্য ও ধার্মিক নামে অভিহিত হইতে
 পাবে না ; বরং তাহা অমঙ্গলোৎসর্গ আদ্য হইয়া থাকে ।
 অতএব মুক্তনর্থে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ধনেতে,
 মনুষ্য বড় বড় ভ্রমত হউক না, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে
 বড় মায়ুদ বলিয় অভিহিত হইবার যোগ্য নহে । ধনের
 গোবন্ধকেই ধন বলে । ধনীবাই মচরাচর মানেরও অধি-
 কারী । সংসারের অধিকাংশ লোকেই স্ব স্ব প্রয়োজন
 সিদ্ধির নিমিত্ত ধনীদিগকে আদর করিয়া থাকে । যাহা
 অধিকাংশের আদরণীয়, তাহার মান স্বতঃ উপজাত হয় ;

সুতরাং ধনীৰ মান বেশী । মান, ধন হইতেই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় । অতএব মেরুপ মানীকেও বড় লোক বলিতে পারি না । শুধু উচ্চ পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে বড় লোক বলা একরূপ বিভ্রম । কেন না, যিনি পদেব গৌরবে বড়, তাঁহার ছোট হইতে অধিক ক্ষণ লাগে না । উচ্চ পদ বিস্তর অসুপেন আ'কর, এবং তাহা অধীনতা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত । অতি সহজ ক্রটিতে মনুষ্যেব উচ্চ পদ নষ্ট হইতে পারে । অতএব পদেব গৌরবও মনুষ্যকে বড় করিতে পারে না ।

ধন, মান ও উচ্চ পদ এই তিনেতেই যিনি বিশেষরূপে উন্নত, তাঁহাকে কি বড় মানুষ্য বলিব না ? এই তিনেতে উন্নত হইয়া মনুষ্য কখনই উৎকট পিণামাদিৎ হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না ; সুতরাং তদৃশ লোককে কিরূপে বড় মানুষ্য বলা যায় ? এইরূপ লোককে সহ্যা ছোট হইতে অনেক সময় দেখা গিয়া থাকে ।

তাবশেষেব ভূতপূৰ্ণ মহাস্ত ধন, মান, পদ তিনেই বিশেষ উন্নত ছিলেন । বড় মানুষ্য বলিয়া তিনি বিখ্যাত লোক । সে পদাধিষ্ঠিত ছিলেন । কিন্তু সে উৎকট পিণামাদিৎ সায়নি । তাহার দন বাগদান নাই, লঘু হইয়া থাকিত, তাহা জা'ৎ কালি কেবা ভ'জতব'রো কেন, বেধ কনি, অন্য অনেক দেশেব বোকেই জানিতে পারিয়াছেন । মহাস্ত গণেব দাবণবিগ্রহ করিবান নিয়ম না থাকাতে, তিনি পবদারাসক্ত হইবাছিলেন ক্রমশঃ । তাঁহার সেই অসন্তি অতীব প্রবল হওয়াতে সহস "জ-নানুবি" হাবাইলেন । এ কেবল মহাস্ত বলিয়া কেন, ধন, মান ও উচ্চ পদ এ

তিনের অধিকারী হইলে বহু বিবেচক, অভিজ্ঞ লোকের বুদ্ধিও সর্বদা প্রকৃতিস্থ থাকে না । ধন হইতে বিলাসিতার সহজে উদ্ভেদ হয় । নূতন নূতন নানা ইচ্ছা জন্মে । আবার মান ও উচ্চপদের সাহায্য পাইলে সেই ইচ্ছার চরিতার্থতা একান্ত অনায়াস সাধ্য হইয়া উঠে ।

পঞ্চ তত্ত্বের দরিদ্র ব্রাহ্মণ মনে মনেই ধনী হইয়া রূপাঢ্য। কন্যাকে বিবাহ করিল, পুত্র সোমশর্ম্মার মুখ দেখিল, পরে দৌষ নিবন্ধন স্ত্রীকে পদাঘাত করাতে সেই আঘাতে যখন তাহার ভিক্ষার্জিত শত্ৰু-কলগী চূর্ণ হইয়া গেল, তখন চৈতন্য হইল যে, “আমি আরও ছোট হইলাম ।” কল্পনাতেই মনুষ্য এই রূপ বিলাসিতা ও সুখ ভোগের অভিলাষী হয় । এমনত অবস্থায় ধন, মান ও উচ্চ পদ এই তিন একত্র হাতে পাইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষা করা সহজ বখা নহে । অতএব ধন, মান ও উচ্চপদ, এই তিনে উন্নীতকেও বড় মানুষ বলিতে পারি না ।

যিনি সত্যের আদর ভালরূপে বুঝিয়াছেন, জীব দেহের ক্ষণবিক্ষেপিত। অনুক্ষণ যাহার হৃদয়ে আগরুক রহিয়াছে, যিনি ইচ্ছামাত্রকেই সংযম কবিত্তে অভ্যাগ করিয়াছেন, উৎকট পিপাসা প্রভৃতি যাহার বিষবৎ পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে, যিনি অধিক পরিমাণে নিম্পৃহ ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, যার রসনা মিষ্ট-রস আশ্বাদনে, চক্ষু সুন্দর বস্ত্র দর্শনে, কর্ণ মিষ্ট স্বর শ্রবণে, চর্ম্ম সুখপ্রদ কোন বস্তুর স্পর্শ গ্রহণে সংযমিত হইয়াছে, যাহার লক্ষ্য ধর্ম্মের দিকে স্থিতিভাবে আছে, যিনি সহস্র বিপদের ভয়ানক প্রাণে পতিত হইয়াও চলচ্চিত্ত হন না, কর্তব্য সাধনে প্রাণ পণে

নিযুক্ত, যিনি ছবস্ত ইন্দ্রিয়গণেব উত্তেজনা গ্রাহ্য করেন না, যিনি জ্ঞানময় চক্ষুদ্বারা সমুদায় দেখিয়া থাকেন, তাঁর শাস্তি চির অব্যাহত । তিনি বিশুদ্ধ সুখে চিব সুখী । আমরা তাদৃশ লোককেই প্রকৃত প্রস্তাবে বড় মানুষ বলি, নতুবা বিদ্যা, ধন বা উচ্চপদ কিছুতেই মানুষ। প্রকৃত পক্ষে “বড় মানুষ” নামে অভিহিত হইতে পারে না । আজ কালকার বিদ্যা, প্রায় ধন, মান ও উচ্চ পদের আশাতেই অর্জিত হইতেছে । ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিয়া অনেকে অনেকরূপ বিষয়াদি কর্মে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেছেন । মহাসমোপাধ্যায় পূর্ব কালীর পণ্ডিত মুনিগণের অসাধারণ বিদ্যা, কেবল তাঁহাদের চিত্তসংযমের জন্যই উপার্জিত হইত । বিষয়াদি কর্মে উচ্চপদ লাভের জন্য যে বিদ্যা উপার্জন করা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে ‘মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে । এই বিলাস-দ্রব্য-পূর্ণ জগতে “বড় মানুষ” হওয়া অতীব দুর্লভ ব্যাপার ।

প্রতিমার পরিণাম ।

তরঙ্গিণী-কোড়ে সেই নোণার মূর্তি আজ একরূপ ভাবে ভাসিতেছে কেন ? ইহার প্রসন্ন মুখ আজ ভক্তের হৃদয় পূর্ণ আনন্দে উত্তেজিত কবে না কেন ? নানা অলঙ্কার ভূষিতা মণি-মুকুট শোভিতা, নানা উপকরণ সমন্বিত কুমুদ রত্নে পুজিতা দেবী প্রতিমা দীনভাবে এই নদী গলিলে ভাসিতেছে ! ইহার সে ঐশ্বর্য্য সে রূপরশি কোথায় ? সলিলস্পর্শে মূর্তিকারশি গলিত হইয়া দেহ তৃণ-মাত্রাবলি হইয়াছে । আমরা ইহার বাহ্য সৌন্দর্য্যে নিতান্ত

মোহিত হইতাম। আজ ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা এত
 কদর্য্যতাপূর্ণ দেখিতেছি কেন? কত রাজা, কত মহামান্য
 লোক, কত অর্থ ব্যয় করিয়া, কত ভক্তি সহিত যাহার
 চরণার্চনা করিয়াছে, যে মূর্ত্তি উপাসনা গৃহ স্থাপন করিয়া
 আপনাদিগকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছেন, মাছমা
 সম্বন্ধিতা সেই দেবী প্রতিমাকে আজ রাখা নাই অবজ্ঞা
 করিতেছে, রাণালেরা তাঁহান প্রতি অভ্যুত্থার পরিতোছে।
 প্রতিমার এ দশা কে করিল? কাহার হৃদয় এমন পাষণ্ড?
 যোগ্য মূর্ত্তি কে জলে নিগর্জন দিল? আদবে স্থাপন করিয়া
 অবজ্ঞা করিল? প্রতিমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কি
 কবণীয়? কি আশ্চর্য্য। সংসারের কি নিয়ম যে, আমরা
 এত আদবেব নস্তুকে এত অবজ্ঞা করিতে পারি? ইতিপূর্বে
 যিনি আনাদিগকে ইচ্ছা ফল দিতাছেন, যাহার চরণ প্রাণে
 আনাদেব আপদ দূর হইল বলিয়া মনে করিয়াছি, যাহাকে
 গৃহে আনিয়া পুণ্যের ফল ভোগ করিয়াছি। যিনি মানস
 ভ্রমের হরণ করিয়া হৃদয় পবিত্র ও আলোকিত করিয়া
 ছিলেন, আমরা কি নিষ্ঠুর, সেই মূর্ত্তিকে জলে ডুবাইয়া
 নষ্ট করিয়াছি। যাহা এক সময় সৌন্দর্য্যের উচ্চ গৌরব
 ছিল, আজ তাহা অগুরুত্বীয় পবিগণিত হইয়াছে। মানব
 দেহের পবিত্রাঙ্গও এই রূপ। মহামহিমাবিত্ত মত্ৰাট রাজ-
 ক্ষত্র শিরে সিংহাসনে সুখোপবিষ্ট আছেন, দশ দিকে
 বাঁহাব বশঃসৌভ ব্যাপ্ত হইয়াছে, এতাপে শত্রু-সমূহ
 নিকটে আসিতে পারিতেছেন না, মহত্স মহত্স লোক বাঁহা
 অনুগত, মহত্স মহত্স লোক কর্তৃক যিনি মহত্স প্রকারে
 সেবিত হইতেছেন, বাঁহা গৌরবে গৌরব নহজে নির্দীপ্ত

হইতেছে না, যিনি মহা ধুমধামে, মহা আশোদ আছাদে সময় যাপন করিতেছেন, যিনি মহা যশঃ, মহা মান ও মহৈশ্বর্যের অধিকারী, যিনি কথা বলিলে সহস্র মুখে তাহার প্রতিধ্বনি হইতেছে, যাহার গবিত্ত শরীর মহামূল্য পরিচ্ছদ ও রক্ত মাণিক্যাদিতে ভূষিত, এতাদৃশ ব্যক্তিরও জীবনের কার্য শেষ হইলে ভাগ্যমানা দেবী প্রতিমার ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। বন্ধুগণ, অনুগতগণ তাঁহাকে নিষ্ঠুরের ন্যায় জলে বা অন্য কোন অস্থানে ফেলিয়া দিবে। আমরা প্রতিমা পূজা করিয়া অনেকটা জ্ঞানের বিষয় শিক্ষা পাই। ভাস্কর লোকেরা প্রতিমার বিদ্রোহ। আমরা জীবন শূন্য প্রতিমাতে উচ্চ অঙ্গের শক্তি কল্পনা করিয়া যাহা করি, তাহাতে মনুষ্য জীবনেরই অভিনয় দৃষ্ট হয়। কর্ম সাঙ্গ হইলে এ জগতে কাহারই মান নাই। আমাদের মর্যাদা, আমাদের মনো পরস্পর প্রণয়, ভক্তি, স্নেহ, মমতা, সকলই কার্যের বশবর্তী হইয়া উৎপন্ন হয়। আবশ্যিক হইলে এক মুহূর্তে যাহাকে মাথায় লইয়া থাকি, আবার পরক্ষণেই হয়ত তাহাকে পদে দলন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। এই যে দেবী প্রতিমা গলিলে গলিত হইয়া বিকৃতি ভাব ধারণ করিয়াছেন, শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই তাহার গরিষ্ঠ প্রমাণ। আমরা এমন সুন্দর মূর্তিকেও প্রয়োজনাভাবে পরিত্যাগ করিয়াছি। আবশ্যিক হইলে লোকে করিতে পারে না, এমন দুঃস্বপ্ন কার্য এই জগতে বিবল প্রচার। হগিতম্হবি প্রিয় শিশু মাতার কি আদরের বস্তু ! মাতার কত সোহাগের ধন ! কোমলাঙ্গ শিশুকে কেনা আদর করে ? কেনা অঙ্গে ধারণ করিতে ইচ্ছা করে ?

বালক জননীর হৃদয়ে কত বিশুদ্ধ, কত প্রগাঢ় আনন্দ ঢালিয়া দেয় ! কিন্তু তাহার জীবনী শক্তি অন্তর্হিত হইলে জননী অনায়াসে দুঃখবস্থা প্রাপ্ত এই প্রতিমার মত তাহাকে জলে ভাসাইতে আপত্তি কবেন না । সকল মমতা, সকল স্নেহ বিগর্জন দিয়া থাকেন । আমরা দেবী মূর্তির গাত্র হইতে উৎকৃষ্ট ভূষণাদি কাড়িয়া লইয়া যেমন তাহাকে জলে বিগর্জন দেই, মানব দেহের পবিণামেও আমরা তাহাই করিয়া থাকি । প্রাণপ্রতিম পুত্ৰাদি, প্রাণাধিকা গত্নী, পরম অন্ধাঙ্গদ পিতা মাতা কাহাবই আর সম্মান রাখি না । কাহারই মনতায় আর মন দ্রবীভূত হয় না । মৌন্দর্য্যের আধার, গুণের আধার, বলবীৰ্য্যের আধার মানব শরীর পরিণামে এই প্রতিমান মত কি ভয়ানক বিকৃতি ভাব ধারণ করে ? কেহবা চিত্রায়িত্তে ভস্মীভূত হইয়া অঙ্গাবশেষ হয়, কেহবা জলে ভাসিয়া, কেহবা কবরে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে চৰ্ম্ম মাংস স্থলিত হওতঃ কঙ্কালবশেষ হইয়া থাকে । যত নিকৃষ্ট প্রাণী, নিকৃষ্ট বীট প্রভৃতি তাহাদেব প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, শ্রেষ্ঠতম মনুষ্য জাতির পরিণাম গলিলশায়িনী এই দেবী প্রতিমার মত, ইহা মনে রাখিলে মানব মহজেই উৎকৃষ্টতর গুণ লাভ করিয়া অনেক উপকার পাইতে পারে ।

আমরা খড়, কাষ্ঠ, রজ্জু প্রভৃতি দিয়া কি সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করি, কত শ্রেষ্ঠতম বেশ ভূষায় তাহাকে সজ্জিত করি, ইচ্ছা কামনায় তাঁহার প্রতি কত আদর প্রদর্শন করি; কিন্তু প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেই তাঁহাকে যেখানে সেখানে ফেলাইয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না । সেই

সর্ব শক্তিমান মহান্ পুরুষ কত কি উপাদানে আমাদেরকে
নিৰ্মাণ করিয়া সংসার চক্রে ঘুরাইতেছেন । এয়োজন
শেষ হইলেই আর আমরা কাহারই নিকট আদর পাইব
না । আমাদের শরীর সম্বন্ধে শিল্পী জৈশ্বর, প্রতিমা শরী-
রের শিল্পী আমরা, যদিও এই উভয়ের অন্তর অনেক
দূর, তথাপি দেবী প্রতিমা আমাদেরকে অনেক জ্ঞান
শিক্ষা দেয় । এই প্রতিমার পরিণাম এক মনে নিরীক্ষণ
কর, হৃদয়ে নানা ভাবের আবির্ভাব হইবে, অনেকটা
শান্তি পাইবে । সামান্য সংসারের মুগ্ধকর কার্যগুলি হ-
ইতে মন অবশ্য কিয়ৎ পরিমাণে অন্তরে থাকিবে ।

কি করি ?

আশা মায়াবিনী, তাহার অন্ত কে গায় ? তাহার
স্বরূপ বুঝিতে কাহার সাধ্য ? আশা কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া
নিয়ত নানা বিষয়ে নানা রূপে খাটিতেছি । অভিলাষ
অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ করিব । কিন্তু আশার মায়া বুঝিয়া
উঠা যায় না, খাটিয়া খাটিয়া শবীবের রক্ত জল করি,
কত সময়ে জীবনকে ঘোর বিপন্ন করিয়া তুলি, আশার
উপদেশে আমাদের অশ্রদ্ধা নাই; প্রাণগণে তাহার আদেশ
পালন করি । কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই ত্রাস্তি দূর হয়, আশা
কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হই, ইষ্ট দূরে সরিয়া যায়,
দুঃখ অনিবার্য হইয়া উঠে, তখন তাহারা ঠিক পাই না
কি করি ? সুখই এক মাত্র চিন্তার বিষয়, বিপদ ও
অশান্তি কেহ প্রার্থনা করে না, বাহা কেহ প্রার্থনা করে

না, তাহাই পাই, প্রার্থনীয় বিষয় কয় জনের ভাগ্যে ঘটে ?
 জগতের এই নিয়মের তাৎপর্য বুঝিতে পারি না, বুঝা-
 ইয়া দেন, এমন লোকও দেখি না । সংসার আনন্দাগার,
 শান্তির আগার হইয়া লোকের নয়ন রঞ্জন করে না কেন ?
 ইহা অনেক সময়েই বিবাদাগার রূপে প্রতীয়মান হইয়া
 মানুষকে নয়নের নীবে ভাসাইয়া থাকে । সৃষ্টির উদ্দেশ্য,
 মানুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, মানুষ্য জীবনে নির্দিষ্ট কার্যাবলীর
 উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারি না । কর্তব্যের বিচার করি-
 তেইবা কয় জন লোক সমর্থ ? সুতরাং আমরা অনেক
 সময়েই হতাশ হইয়া ভাবিয়া ঠিক পাই না, কি করি ?
 কোন রূপ বলে উন্নীত হইলেই আগবা অহঙ্কারী হই ।
 বিদ্বান হইয়া মুখকে ঘূর্ণা কনি, উন্নত পদ প্রাপ্ত হইয়া
 সাধারণের সহিত সদাচরণ পরিত্যাগ করি, ধনী হইয়া
 দরিদ্রের জীবন অল্প মূল্য মনে কবি, তাহার আমাব
 ধন বলে অত্যাচারিত হইয়া দেশত্যাগী হইলেও দয়া
 দাক্ষিণ্য প্রভৃতি উচ্চ ভাব হৃদয়ে স্থান পায় না । আমরা
 নিজেব্‌মান যত বুঝি, অন্যের মানের প্রতি তত দূর্বল
 করি না । কিন্তু, অত্যাচারের পরিণাম অবশ্যই মন্দ ফল
 প্রসব করিয়া থাকে । ঘটনা বশে আবার সমুদায় ক্ষমতা
 হয় ত অল্প দিনের মধ্যে হারাইয়া স্বীয় দুঃখেরই সমুচিত
 ফল পাই, লোকের নিকট স্বীয় ব্যবহারের প্রতিদান পা-
 ইয়া একান্ত ক্ষুব্ধ হই, অশান্তির নিগ্রহে হৃদয় ব্যস্ত হইয়া
 উঠে, তখন ভাবিয়া ঠিক পাই না, কি করি ? আমি কি
 করিব, কি করিতে আসিয়াছি, কোন কার্যের প্রতি আমার
 ইচ্ছা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে, ভালরূপে বুঝিতে পারি

না, সকলের কার্য্য দেখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকি
 মাত্র । ইচ্ছা নিয়ত সুখকে আস্থান করে, ইচ্ছার এই রূপ
 ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যকে অধিকাংশ সময় বিপদ ও দুঃখে
 পতিত হইতে হয় । ইচ্ছার বেগ অনিবার্য্য, মানুষের দুঃখ
 ভোগও অনিবার্য্য, সুতরাং ইতস্ততঃ বিচাবে পন্থাপ্রাপ্ত
 হইয়া ভাবিতে হয়, কি করি ? রাজ্যেশ্বর ধন বলে, লোক
 বলে বিপুল প্রাধান্য লাভ করিয়া অভিলাবানুরূপ বিলাস
 দ্রব্য ভোগ করিতেছেন, ঐশ্বর্য্য মদে অজ্ঞানাস্ক হইয়া
 উৎকট বাসনা সকল পূর্ণ করিতে কোন রূপেই ক্রটি
 করিতেছেন না, আপনাকে সকল বিষয়ে সকলের বড়
 বলিয়া সংস্কার, তাঁহার হৃদয়ে অক্ষুন্ন আছে । বালচক্রের
 পরিবর্তনে তাঁহার স্থখের দিন ঘুরিল, রাজ্য গেল, শত্রু
 সমূহ প্রবল হইল, জীবন সঙ্কটাপন্ন হইল, তিনি আশ্রয়
 দেখিতে লাগিলেন । বিবেক কতক পরিমাণে জাগিল,
 সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর চঞ্চল গতির বিষয় বুঝিতে পারিলেন,
 মনুষ্যের প্রকৃত প্রস্তাবে যে কোন ক্ষমতাই নাই বুঝিতে
 পারিলেন, কাল গতির কুটিলতা বুঝিতে পারিলেন, তখন
 ভাবিয়া অস্থির, কি করি ? প্রণয়ী প্রিয় সম্মিলনে স্ত-
 . সাগরে ভাসিতেছেন, তিনি সংসার শাস্ত্রময়, অমৃত নিবে-
 তন, জ্যোৎস্নাময় বোধ করিতেছেন । যাহা দেখেন, সকলই
 সুখ ব্যঞ্জক, যাহা কবেন সকলই সুখকর, মন নিয়ত স্মৃতি-
 মান্ : সংসার রূপ আনন্দ বাজারে তিনি নিয়তই সুখ
 রত্ন ক্রয় করিতেছেন । কালের গতি ফিরিল । প্রণয়ি-
 যুগলের মিলন ভঙ্গ হইল, বিচ্ছেদ আগিল । প্রণয়ী অকুল
 দুঃখার্ণবে ডুবিলেন । তাঁহার দেহ-তরি ঘোর বিপদাস্ত

হইল, দুঃখের সাগরে চিন্তা-বড় বহিল, বিষম ঢেউ উঠিল, তরঙ্গী ডুবু ডুবু হইল । তারি মারা পড়িবার মত হইল । প্রণয়ী তখন বিষময় উদ্বিগ্ন, বিষন্ন, ব্যাকুল চিত্ত, এবং নিয়ত ভাবিয়া অস্থির, কি করি ? আমরা যার মত সুখ মনে করি, তার বিপদও সেই পবিমাণে বেশী. অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ কবা মানব জীবনে অসম্ভব. আবার সুখেই ইচ্ছাব লাঘব সম্পাদন করিয়া অবচলিত চিত্তে দুঃখের নিগ্রহ সহ্য কবাও মান্য জীবনে অসম্ভব, তাই ভাবিয়া স্থির পাই না, কি কবি ? আমরা গৌন্দর্য্যের নিতান্ত পক্ষপাতী । সকল কার্য্যই সর্ব্বক্ষণ গৌন্দর্য্য, প্রত্যক্ষ করা আমাদের নিতান্ত অভিলাষ, অমূকের দেহকান্তি দেখিতে স্নানব, আমবা মোহিত হইয়া যাই । প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালীন রাজ্যাবিব ছবি, শারদীয় পূর্ণেন্দুমণ্ডল, নানালঙ্কারে ভূষিতা দেবী প্রতিমা, উৎকৃষ্ট চিত্রকরের চিত্রাবলী দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া যাই । কিন্তু আমাদের মনের ভিতর নিয়তই অসুন্দর, অকিঞ্চিৎকর বাহ্য গৌন্দর্য্য ঘোব আরম্ভ হইয়া থাকি, অথচ হৃদয় নিয়ত অগৌন্দর্য্য পূর্ণ । সতর্ক হইয়াও ইহার প্রতিবিধান করিতে পারি না, কি করি ? [বিবাদ রূপ] হলাহলে অনুক্ষণ শবীব জর্জরিত হইতেছে । উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, ভয় প্রভৃতি দ্বাবা আক্রান্ত হইয়া যেন আমবা ভুতাবিষ্ট হইয়া থাকি । ঠৈশাচিক ভাব সমূহ কি সে মন হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইবে, ভাবিয়া ঠিক পাই না । অগ্নি সুখে অগ্নি দুঃখে গলিয়া যাই । মহিষ্ঠতা এক বারে যেন দূরে পলায়ন করিয়াছে কি করি ?

সমাজের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় । ধর্মের অনু-
সরণে লোক সমূহ একান্ত অনাসক্ত । কুপ্রবৃত্তি বর্জক
উত্তেজিত হইয়া কুকার্যের আলোচনা ও অনুষ্ঠান সমাজস্থ
লোকদিগের সর্বদা কবণীয় হইয়া উঠিয়াছে । সমাজ নি-
তান্ত দুর্বল, একতা বিহীন, অসাব হইয়া পড়িয়াছে ।
সুভবাং লোকের মঙ্গল কোথায় ? শান্তি কোথায় ? সুখ
কোথায় ? দেশের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, দৈব আপদাদির
ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে,
দেশে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া বহু লোককে অনন্ত
কালের আগে নিক্রম করিতেছে । অনাবৃষ্টি, অজিবৃষ্টি,
প্রবলবাত্যা প্রভৃতিতে বহু ক্ষতি সাধিত হইতেছে ।
লোকের ধর্মের প্রতি আস্থা না থাকতেই এই সব দৈব
দুর্ঘটনার আবির্ভাব হইয়া থাকে । বড়ই অসুখ, বড়ই বিপদ,
ভাবিতে গেলে অকুল সাগরে পড়িতে হয় । উপায় দেখি
না । হে জগদীশ ! তুমি বক্ষাকর্তা, মঙ্গলময়, তোমার
সন্তানদিগের এত দুর্গতি কেন ? প্রসন্ন হও, ধর্ম রূপ
অমৃতরসে ভুবন পূর্ণ কর, শান্তি দেও, উৎকর্ষা দৃষ্টকর ।
আর কত কাল ভাবিয়া মরিব, কি করি ?

— :: * * * :: —

পশুত্ব ।

ডাক্তার গাংহেবের মতে মনুষ্য বাণর জাতির পরি-
ণাম । তাদৃশ এক জন বহুজ্ঞ মহাপণ্ডিতের মতের সত্য-
সত্যতা বিষয়ে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করা মাদৃশ
! লোকের বিড়ম্বনা মাত্র । কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর অধম হইতে

উচ্চ শ্রেণীর সভ্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক সমুদায় যে কোন না কোন পশুভাব অন্যাহত রহিয়াছে, ইহা সাহস পূর্বক বলা যাইতে পারে। সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন সামান্য শ্রেণীর লোকেরা যে সহজেই পশুরূত, তাহার প্রমাণ স্থলে অধিক কথা বলিবার আবশ্যক কবে না। দস্যুহুতি, চৌর্য্যহুতি, লাম্পট্য প্রভৃতি দ্বারা অনেকেই পশু স্বভাবের বিশেষ পরিচয় দিতেছে। যে আগনার ভরণ গোয়ণ বা সুখ স্বচ্ছন্দতাব নিমিত্ত অন্যের প্রাণ বধ করিতে পারে, অন্যের সম্পত্তি হরণ করিতে পারে, তাহাকে পশু ভিন্ন আর কি বলা যায়? হিংসা দ্বারা স্বোদয় পূর্ণ পশুরাই করিয়া থাকে। লাম্পটদিগের বিষয় পর্যালোচনা করিলে, তাহাদের বীভৎসজনক কার্য্য কলাপ আরণ করিলে কোন্ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি বলিবেন যে, তাদের ঐ সব কার্য্য পশু স্বভাবের অন্তর্গত নহে? সংসারে বাস করিতে হইলে মানব যাজেরই ধনের একান্ত প্রয়োজন। অর্থের সহিত সাংসারিকদিগের অধিকাংশ সুখেব বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। সুতরাং সামান্য জ্ঞানে অর্জন স্পৃহা অতীব বলবতী হয়। অর্জন স্পৃহার একান্ত উত্তেজনাতেই সামান্য শ্রেণীর অনেক লোকে দস্যুতা, চৌর্য্য প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট হুতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অর্জন স্পৃহা ন্যায়পরতাকে অতিক্রম করিবারাত্র লোকদিগকে পশুরূত করিয়া তোলে। অধিকাংশ ভদ্র লোকও অর্জন-স্পৃহাকে ন্যায়পরতার অধীনে রাখিতে না পারিয়া নানা অসুখপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। অনেকের আবাস নিকেতন বিচিত্র সৌখ্য-রাজিতে ভূষিত বটে; ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন প্রকাশক বহুবিধ

দ্রব্য সামগ্রীতে সুশোভিত বটে; কিন্তু সে সকলের মূল পর্যালোচনা করিলে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ সকল উপার্জনের উপায়ের মধ্যে পশুবৃত্তির অসম্ভাব নাই। সংসার রূপ পাপের বাণিজ্যে আগিয়া অনেককেই ধর্ম্য রূপ মূল ধন হারাইয়া একান্ত প্রত্নাবে প্রতারিত হইতে হয়। আশু সুখের বিষয়ের স্ত হইতে অনেকের ইচ্ছা অতিশয় প্রবল। সেই প্রবল ইচ্ছার দমন কবিতো না পারিয়া মনুষ্যেরা ব্যভিচার প্রোক্তের বেগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মদিরা ও অন্যবিধ মাদক দ্রব্য সেবন এবং তদানু-বদ্ধিক বেশ্যা সংসর্গ জনিত আঘাতে বোধ হয়, যেন মনুষ্য সমাজে নবক “গুলজাব” হইয়া উঠিতেছে। পশুরা স্বভাবানুসারে সংস্কার বশতঃ যে সকল বৃত্তির বশবর্তী হইয়া আপন আপন জীবনের কার্য্য নির্বাহ করেন, তৎসমুদায় পরিচালনা দ্বারা প্রবল হইতে পায় না। সুতরাং তাহা-দিগের কর্তৃক যে সকল অনিষ্ট উৎপত্তির সম্ভাবনা, তাহার নীমা পরিমিত। কিন্তু মনুষ্যের নিকৃষ্ট বৃত্তি একান্ত প্রবল হইলে তাহার পশু অপেক্ষা ভয়ানক হইয়া উঠে। বিশেষ রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ অনুমিত হইবে যে, মনুষ্য কর্তৃক সংসারের যত অনিষ্ট হইতেছে, দুর্দান্ত হিংস্র স্বভাব পশুগণ কর্তৃক তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। ঈশ্বর মনুষ্যের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তি পরিমিত করিয়া দেন নাই। এই জন্যই মনুষ্য নিকৃষ্ট বৃত্তির উত্তেজনায় পশু অপেক্ষা ভয়ানক হইয়া উঠে। আপাত মধুর বিষয় সুখ উপভোগে আমরা মহামূল্য ধর্ম্মের মান জ্বলিয়া যাই। এ কারণে লোভ

প্রভৃতির উত্তেজনায় অনেক উচ্চ শ্রেণীর মানুষও অনেক সময়ে সহজে পশুবৃত্ত হন। ঈশ্বর প্রসাদে আমাদের শরীরে দেব ভাবও বর্তমান আছে। কিন্তু নিকটে বৃত্তিরূপ সমুদায় শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দেব ভাব উত্তেজক বৃত্তি-গুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখা মানুষা জীবনে আশা করা দুঃসাধ্য। বলিয়াই অনুমিত হয়। তজ্জনাই বিজ্ঞান শাস্ত্রে কালানুসারে ধরণীতে মানুষা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর জীবের উদ্ভিপত্তি হইবে বলিয়া কথিত আছে।

আমরা যত কেন গভ্য হই না, শাস্ত্রালোচনায়, ধর্ম্মালোচনায় রত হইয়া আত্মোৎকর্ষ সাধনার্থ যত কেন চেষ্টাবান্ হই না, বিষয়ে আমাদের যত কেন বৈবাগ্য জন্মুক না, সর্ব্ব ক্ষণ উৎকৃষ্টতর মনোবৃত্তিগুলির পরাক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে কদাপি যোগ্য হইতে পারি, বলিয়া বোধ হয় না। বিষয়রূপ ভ্রমণ্ডলে বাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে বিষয় বৈবাগ্য সম্ভবে না। বিষয়ের নিকটে আসিয়া একান্ত অন্ধ, ইহা মহামহোপাধায় পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সময়ে সময়ে এত অজ্ঞাতভাবে আমাদের মনে বিকাব প্রবেশ করে, বোধ হয় যেন তাহা প্রকৃতির শক্তিরই কার্য্য। প্রকৃতির শক্তিতে দোষ থাকা প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব। তবে আমরা উৎকৃষ্টতাব চরম সীমা লাভ করিতে পারি নাই, বলিয়াই অনেক সময়ে প্রকৃতিতে দোষারোপ করি। ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে পারিলেই লোক সকল ব্যাধি প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয় না। কিন্তু আমরা দেখি যে, ব্যাধি প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়া মানব জীবনের অবশ্যজ্ঞাবী কল। এইরূপ ঘটনা

দৃষ্টে অনেক উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বানেরাও মনে করেন যে, “নিয়ম লঙ্ঘনই জগতের নিয়ম”, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বোধ হয় না । মনুষ্যের অবস্থা চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতে যে এখনও অনেক কাল বাকী আছে, একুতির শক্তিতে আমরা যে সকল দোষারোপ করি, তাহা তাহারই নিদর্শন ।

বিষয়ের উপভোগেই হউক, বিষয়ে সম্পূর্ণ হইয়াই হউক, আমরা সুখী হইবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করি, তাহাতে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইলেও সম্পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারি না । বিলাস দ্রব্যের উপভোগে কদাপি শান্তি আহুত হইতে পারে না । ত্যাগ স্বীকার এবং

- নিস্পৃহতার ক্রমশঃ অভ্যাস করিলে অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে সুখী হওয়া যাউতে পারে । কিন্তু তাদৃশ অবস্থাতেও বিষয়ী মানবের নির্গল শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায় ? বামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের তুল্য মহাত্মা লোক ভ্রমণে আর দৃষ্ট হয় না । পুৰাণে তাঁহাদিগকে দেবতার অবতার বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে । তাদৃশ মহাত্মাদিগকেও অনেক সময়ে শান্তি হারাইয়া হাহাকার করিতে হইয়াছিল । রামায়ণ এবং মহাভারতের আখ্যায়িকা সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, দেবতাবা, এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বর পর্যন্ত মনুষ্য দেহ ধারণ করিলে, অনেক সময়ই যে তাঁহাকে অশান্তির নিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে, উহা হইতে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয় । যে কারণে আমাদের শান্তি নষ্ট হয়, তাহা যে আমাদের অবস্থাকে সম্যক্ উন্নত হইতে দেয় নাই, ইহা সহজেই অনুমেয় । ভ্রুতএব আমাদের

চব্বিষ উৎকর্ষ লাভের জন্য ভবিষ্যৎ অপেক্ষা কবিতা থাকিতে হইতেছে। যদি এখনও আমরা যথোচিত উন্নত হই নাই, তখন ডারুইন সাহেবের মত সত্য হউক, আব মিথ্যা হউক, কোন না কোন পশুভাব লোকসাত্রেই যে অব্যাহত আছে, ইহা অভিস্রু পণ্ডিতেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

— :: * :: —

বালকের ধূলি খেলা ।

কোনল কায়, সুন্দর মুখ, প্রিয় দর্শন শিশুগুলি ধূলি দিয়া যে খেলা করিতেছে, এক বার অবলোকন কর। ধূলিগুলি হই হস্তে আকর্ষণ করিয়া স্তূপ বাঁধিতেছে, উছার সুন্দরতা সম্পাদন জন্য অনেক যত্ন করিতেছে, প্রাকুল মনে উড়া পুনঃ পুনঃ দেখিতেছে, গর গণ্ডে আবার স্তূপ ভাঙ্গিয়া কেলিতেছে; আবার দেখ, হস্ত পদ সর্বদা ধূলি মাখিয়া হাগিতেছে, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম কিছুমাত্র আঁহ্য করিতেছে না, অনর্থমূলক ধূলি সমূহ উছাদের উপাদেয় ক্রীড়ার নামগ্ৰী হইয়াছে। যুবক! এক বার সংসারের কার্য হইতে কথঞ্চিৎ মনকে দূরে রাখিয়া এস, আমরা এই বালকগুলির ধূলি খেলার প্রতি মনোনিবেশ করি। দেখি, ইহা হইতে কোন জ্ঞানের বিষয় মনে উদ্ভিত হয় কি না? এই সুন্দর বালকগুলি সুন্দর খেলা করিতেছে, কেহই ইহাদিগকে আঁহ্য করিতেছে না, সামান্য বলিয়া উছাদের ক্রীড়াকে হাসিয়া উড়াইতেছে। ধূলিকণা সংগ্রহ করিয়া ইহারা এক বার সুন্দর করিয়া স্তূপ বাঁধে, কত ব্যস্ত হইয়া কত মনোযোগের সহিত কার্য সম্পন্ন করে, আবার

অনায়াসে তাহা ভাজিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় না । বালক-
দের এই অকিঞ্চিৎকর কার্য্য দেখিয়া আমরা উপহাস
করি, জ্ঞানেব আশ্চর্য্য সহকাৰে আমরা শিশুর ধূলি
খেলার অসাবিত্ত বুঝিতে পারিয়াছি । সংসারিন্ ! তোমার
বিষয়ানুরক্তি মনে কর, বৈষয়িক কার্য্যাবলী বিচার
কর, এক বাব দেখিবে, উহা বালকের ধূলি খেলা অপেক্ষা
কত অস্তব ! আমরা জীবিকা নির্বাহেব জন্য, পুথ স্বাস্থ্যদ্য
বৃদ্ধিব জন্য, ক্ষমতা দেখাইবাব জন্য এই সংসারে যত
করি, মন্ত্যভাশূন্য পৰমার্থ তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি সে সকলই
বালকের ধূলি খেলার মত দেখি না থাকেন । এই সংসার রূপ
ক্রীড়া স্থলে আগিয়া নানা রূপ ক্রীড়ার প্রবৃত্ত হই, কত
• ভাজি, কত গড়ি, তাহার ঠিক নাই । দুই দিন পরে সমুদায়
ভাগ করিয়া মানুষ কোথায় চলিয়া যায় । বালকের ধূলি
খেলা দেখিয়া হাসিতেছি, তাহাদের অঙ্গ ধূলিধূসবিত
দেখিয়া তিরস্কার করিতেছি, কিন্তু সাংসারিক কার্য্যাবলীতে
নিয়ত আমরাদিগকে যে সকল কদর্যা পক্ষে লিপ্ত হইতে
হইতেছে, তাহাতে আমাদের শরীর অপেক্ষা নির্দোষ সরল
চিত্ত বালকদিগের ধূলি-পূর্ণ অঙ্গ সহস্র প্রকারে পবিত্র
সন্দেহ নাই । ঐ দেখ এক বালক অন্য জনের ধূলি-স্তূপ
ভাজিয়া দিয়া বিবাদ আবত্ত কবিল । প্রকুল্ল মুখে রাগের
চিহ্ন দেখা দিল, কমল ঋণ কালের জন্য মলিন হইল ।
বিনাদের হেতু ধূলি-স্তূপ ভাঙ্গা । ইহাতে বিবাদ কেন ?
ঐ ধূলিরাশি দিয়া কি হইবে ? উহার সারবত্তা কি আছে ?
উহা দ্বারা আমরা কোন উপকার লাভ করিতে পারি ?
ঐ অকিঞ্চিৎকর ধূলিরাশির জন্য, দেখ বালকেরা কি বিষম

কলহ করিতেছে, সরলাস্তঃকরণ বালকের মনে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমরা ইহা দেখিয়া কি করি ? হাগিতে থাকি, বালকেব যে অল্প বুদ্ধি তাই বলি, উহার ত্রাস্তি বশতঃ তুচ্ছ বিষয়ের জন্য বিবাদ করে, উহাদের কার্যাবলী আমাদের লক্ষ্যে অল্পই পতিত হয় । তোমার সঙ্গে আজি আমার বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত । তোমার বিকল্পে কত করিতেছি, তুমিও আমার বিরুদ্ধে কত করিতেছ, যেকিন্দয়া আবস্ত করিয়া “জঙ্ক” করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে, অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম, এবং নানা লোকেব পরামর্শ ও বুদ্ধিব সাহায্য গ্রহণ করিয়া কিসে নিবাদের বিষয়কে জটিল করিয়া লইব, বিপক্ষকে পাতালে লইব, তাহার দর্প চূর্ণ করিব, সম্পত্তি উদ্ধার করিব, সম্পত্তি বাড়াইব, এই চিন্তাতেই ত্রিসমান হইয়া উঠিয়াছি । অনর্থ মূলক অসাব ধূলিবাশিব জন্য বালকের বিবাদ দেখিয়া আমরা যেমন হাসি, বিষয়ে অনাসক্ত, মত্তাতাশূন্য, ঈশ্বর নিরত চিত্ত, ধার্মিকবর মহাত্মা আমাদের এই রূপ বিবাদ দেখিয়া মনে মনে হাসিবেন । কেন না, বালকের ধূলি খেলার মত আমবা যে সকল গামগ্রী লইয়া সংসার-ক্রীড়ায় বত আছি, তাহার স্থায়িত্ব, মারত্ব, উপাদেয়ত্ব, নিতান্ত অল্প । তুচ্ছ খেলার মত হইয়া আমরা ভ্রম কূপে পতিত হই । তত্ত্ব-জ্ঞান চিরলুপ্ত থাকে । অজ্ঞানতা বশতঃ অকিঞ্চিৎকর এবং অকার্য্যশুলিকেই সারবান্ বলিয়া বোধ হয় । প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা রূপে খাটি; ধন, মান, প্রভুত্বের জন্যও অনেক রূপ কার্য্য বিস্তার করি, বিলাসিতা প্রদর্শন করিতেও সাধ্যানুরূপ বস্ত্রবান্ হই । অনধিক শত

হয় না, ক্রোধান্বিত হইলে নিতান্ত নীচতর ও ভয়াসক কার্য্যগুলি অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে, পশুর সহিত যাহার আচরণের পার্থক্য অল্প আছে, সেই মূর্থ । যে ব্যক্তি স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য পশ্চাত্তাপিত হয়, আপন গৃহ কথা ব্যক্ত করিয়া চিন্তান্বিত হয়, নিয়ত শঙ্কা ও সন্দেহদ্বারা যাহার হৃদয় অকুলিত থাকে, সেই মূর্থ । যে অকারণে অধিক কথা বলে, সংক্ষিপ্ত বিষয়েব বিস্তার করে, সামান্য বিষয়ে উত্তেজিত হয়, তুচ্ছ কথাকে গুরুতব মনে কবে, সরল বিষয়কে জটিল করিয়া তুলে, সেই মূর্থ । যে সৎ কার্য্যের বাধা জন্মায়, অসৎ কার্য্যের প্রত্নয় স্বরূপ হয়, অনায়াসে মোহকে দুঃখিত করে, পাত্রাপাত্র বিচার করিতে পারে না, সহজে বিপদের দিকে ধাবিত হয়, সেই মূর্থ । যে অন্যের অনিষ্ট দ্বারা স্বীয় ইষ্ট লাভের চেষ্টা করে, নিয়ত সদাচরণ পরিত্যাগ করে, মিথ্যা কথাকে পাপ বলিয়া জানে না, স্বার্থ জন্য সকল শ্রেণীর কুৎসিত কার্য্যেব অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই মূর্থ । যথার্থবাদী অশ্রিয় বক্তার প্রতি যে অসন্তুষ্ট হয়, অনুভবাদী শ্রিয় বক্তাকে যে আত্মীয় ভাবে, আবশ্যক বুঝিয়া যে মনেব বিশেষ ইচ্ছাকে গোপন করিতে গাবে না, সেই মূর্থ । ধ্বংসশীল দেহের প্রতি যাহার বিশ্বাস অটল, যে অবস্থার স্থায়িত্ব বুঝিতে পারে না, সুখ বা দুঃখে নিতান্ত গলিয়া পড়ে, সেই মূর্থ । যে কার্য্যে না দেখাইয়া কথায় অনেক রূপ স্বীয় ক্ষমতার বর্ণনা করে, অকারণে বিবাদেব বিষয় খুজিয়া বেড়ায়, অনুক্ষণ লোকের সহিত শত্রুত্বব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই মূর্থ । শাস্ত্র বিষয়ে বার কিছুমাত্র আগন্তুক

নাহি, হিতজনক বাঁকাবলী বাহার কর্ণ কুহরে স্থান পায় না, যথার্থ কথা শ্রবণ করিয়াও যে রাগ করে, আপনার সহস্র দোষ স্বত্ত্বও তাহার প্রতিবিধানে কিছুমাত্র যত্নশীল না হইয়া পরজিহ্নে নির্যত অমূলজ্ঞান করে, মহলা অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই মুর্থ । অন্যের গ্লানি করিয়া যে সুখানুভব করে, কাহারও দোষের কথা লইয়া বিশেষরূপে আন্দোলন করিতে যে ভাল বাসে, মানীব মান নাশে কিছুমাত্র দুঃখিত হয় না, স্বীয় সামান্য সুখ সাধনের জন্য অন্যের গুরুতর সুখের ব্যাঘাত করে, সেই মুর্থ । যে অন্যের মর্যাদা জানে না, নির্যত আপন মান সত্ত্বেইব জন্য ব্যস্ত, বিদ্যাहीন হইয়াও গণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছুক, বহু সংখ্যক ধনেব অধিকারী হইয়াও দীন ব্যক্তির আর্ন্তনাদে দুঃখিত হয় না, সেই মুর্থ । যে প্রভুর মনস্তত্ত্ব জন্য গুরুতর কুকার্য-গুলিতেও মত প্রকাশ কবে, সামান্য অর্থের জন্য পরমার্থ বিসর্জন করে, দুই দিকের সুখের জন্য নিত্য সুখের মূলে কুঠাবাঘাত কবে, সেই মুর্থ । যে রিপুকুলের উত্তেজনায় নিতান্ত অস্বীব হয়, ধর্ম-প্রবৃত্তিগুলির শাসন কিছুমাত্র গ্রাহ্য করে না, কোন কার্যের পরিণাম-বিচার করে না, বাহার বিবেক চির নিদ্রিত, সেই মুর্থ । যে অহঙ্কারী ধনীর সহিত প্রণয় স্থাপন করিতে যায়, একত হিতৈষীর কার্যাবলী বিচার করে না, মন্দ লোকের কথিত ছুট বাক্য সমুহকে ইচ্ছা মস্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করে, সেই মুর্থ । যে ভোগ দ্বারা তৃষ্ণার নিবারণ বাঞ্ছা করে, ভয় দেখাইয়া লোককে বাধ্য রাখিতে চেষ্টাবান হয়, নভ না হইয়া বড় হইতে চায়, সেই মুর্থ । যে পাণার্জিত অর্থরাশি দানে নিবৃত্ত

করে, যে দান করিয়া কুকার্যের প্রঞ্জন দেয়, দানের যথার্থ পাত্র বিচার করে না, যে মিথ্যা স্তুতি বাক্যে মত্ত হইতে চ্যুত হয়, সেই মূর্খ । যে অর্থ না বুঝিয়া অধ্যয়ন করে, উপদেষ্টার উপদেশ অনুসারে কর্তব্য করে না, অনেক পড়িয়াও পাঠ্য বিষয়ে যে কিছুমাত্র স্থাৎপত্তি লাভ করিতে পারে না, সেই মূর্খ । বাহ্যিক বুদ্ধি স্থূল স্থূল বিষয়ের অনুসরণ করে মাত্র, সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবেশ কবে না, যে আশু প্রিয় কোন বস্তুর জন্য ইতস্ততঃ বিচার শূন্য হইয়া উপদেশকের উপন্যাস রাগ কবে “সর্বমত্যন্তং গর্হিতং” মহাপণ্ডিত চাণক্যের এই শ্লোকঃশ্লোক মর্মে যে যত্ন সহকায়ে দমন না পাখে, সেই মূর্খ । এই রূপে বহু প্রকারে মনুষ্যের মূর্খতা প্রকাশিত হয়, এবং তজ্জন্যই মনুষ্য অনেক সময়ে বিপদ ও অসুখ ভোগ করিয়া শাস্তি বিলজ্জন পিয়া থাকে ।

—•••••—

মন্তব্য ।

করুণাময় পরামেশ্বর আমাদের গণের সকল উৎকৃষ্টতর মনোবৃত্তিগুলিতে ভূষিত করিয়াছেন, নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির অভ্যাসের হইতে শ্রীম শ্রুতকে অগ্ৰাহ্য রাখাই তাহার উদ্দেশ্য । ইহা হইলেই মনুষ্য জুগেধন নিজেই আর হাহাকার করে না । কিন্তু আমরা বৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি । আপাত মধুর বিষয়ে নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির উত্তেজনা নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন আমরা সুপেয় বাথার্থ্য, কার্য্যের বিশুদ্ধতা বিচার করিতে পারি না । পরিণাম জুলিয়া যায়,

সুতরাং মত্ত হইয়া পড়ি। এই রূপ মত্ততা নিম্ন শ্রেণীর। ইহাতে শারীরিক বল বিষয়মণী চিন্তা দ্বারা কমিতে থাকে, মন লম্বু হইয়া পড়ে, ভোগ্যেতে ইচ্ছার দমন হয় না, ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তখন চতুর্দিক হইতে বিপদরাশি উপস্থিত হয়; নিন্দা, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, অপরিহার্য হইয়া উঠে। এই রূপে মনুষ্য ভ্রান্ত হইয়া দুঃখ রূপ মহাগমুদ্রে স্বীয় দেহ-স্তরগী ভাঙ্গাইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। শরীরস্থ ধর্ম্মভাব-উত্তেজক বৃত্তি-গুলির বল অক্ষুণ্ণ রাখিবাব চেষ্টা। কবী সুশিক্ষা ও সুরচিত্র একান্ত অনুগোদনোপ। অন্যথা, বিপদকে সাদরে আহ্বান করিতে হয়। সর্ব্বথা সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রমত্ত থাকিব, প্রত্যেকের এই রূপ প্রতিজ্ঞা কবী আবশ্যিক। কোন এক বিষয়ে মনকে অধিক প্রাণেশ করিতে দিলেই দেখিলে, কবীর অনেক কার্য হইতে ভূমি পছন্দ নূন পাবিয়া পড়িয়াছে।

আমরা মদ্য পায়ীকে অবজ্ঞা করি, কিন্তু ভোগ্য বস্তুরে অভ্যাসক্তি মদেব মত্ততা অপেক্ষা ভয়ানক ও অশুভ ব্যঞ্জক। কোন বিষয়ে অভ্যাসের অধীন হইয়া পড়িলে, উহা যত কেন সামান্য হউক না, সহজে তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কঠিন হইয়া উঠে। মহাত্মা ভবত মুনি এক হরিণ শাবকের প্রতি স্নেহ স্থাপন করিয়া তপোবিম্ব উৎপাদন করিয়াছিলেন ও পরিণামে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, তপোবল সম্পন্ন এক জন মুনি প্রতি অকিঞ্চিৎকর বিষয়েও অভ্যাসের অধীন হইয়া পড়াতে স্বীয় ইচ্ছা অনেক দূর ত্যাগ করিয়াছিলেন। জাণি কি রূপে বলিবে, মানুষেব এই রূপ অবস্থা মদ্য-

পায়ীর অবস্থা অপেক্ষা ভয়ানক নহে ? মানুষ নিয়তই সুখাশ্বেষণে বাস্তব । মানুষের চিন্তা ও কার্য একমাত্র সুখের দিকে; কিন্তু কুৎস জালাচ্ছন্ন এই সংসারে সুখের প্রকৃত সন্নিবিষ্ট অনুসন্ধান করিয়া লওয়া একান্ত দুর্লভ । বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যদিও প্রভীত হইবো, যে, মত্ততাই মানুষের জীবন, কিন্তু সেই মত্ততা উচ্চ শ্রেণীর না হইলে, মানুষ জীবন কলঙ্কিত, অপদার্থ, অকর্ম্মঠ, এবং মহাবিপদ ও অসুখের আধার হইয়া উঠে । পরোপকার, আত্মোন্নতি, দেশের উন্নতি, সংশিক্ষা বিস্তার, দোষের সমুচ্ছেদ, ঐশ্বরিক ভক্তি প্রভৃতি; যে কোন বিষয়ে মত্ত হইলে মানুষ নীচতাতে নীত হয় না । যদিও সকলেরই সীমা নির্দিষ্ট আছে, তথাপি ভাল বিষয়ে মত্ত হইয়া ন্যায়ের সীমা উলঙ্ঘন করিলেও অধিক বিপদ ভোগ করিতে হয় না । পবিত্র, তাহাতে অজ্ঞ সমাজে অজ্ঞ লোকের নিবট বিপদ ও অসুখগ্রস্ত হইলেও পরিণামে তাহার কার্যাবলী সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে । কিন্তু আজ কাল মিত্র শ্রেণীর মত্ততাই লোক সমাজে বিশেষ প্রভুত্ব করিতেছে ।

সুতরাং লোকের সুখ নাই, শান্তি নাই, মনে কোন দেব ভাব নাই, মানুষ সর্বদাই উৎকর্ষিত, চলচ্চিত্ত, ব্যাকুলিত, মানসিক বল বিহীন, দৈব বিভ্রমগ্রস্ত, অস্বাস্থ্য, অবশোভাগী এবং ব্যাধিগ্রস্ত । স্নেহ মমতা হইতে হউক, প্রণয় হইতেই হউক, আর অন্যবিধ সামগ্রীর জন্যই হউক, মত্ততা সর্বদা পরিত্যাজ্য । ভালবাসা, প্রণয় প্রভৃতিতে বিশ্বাসতা না থাকিলে, তাহা সর্বতোভাবে মত্ততা পরিশূন্য না হইলে, মহাজুগে পতিত হইতে হয় । আমরা যঃ

কিছু থিয় বোধ করি, তাহার ভাল মন্দ বিচার জন্য দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করি না । যনকে সহজেই তাহাতে ছাড়িয়া দিতে থাকি, অল্প কাল মধ্যেই হয়ত তাহার প্রতিফল পাইয়া শাস্তিহারা হই । পতি পত্নীর প্রণয়, বন্ধুব প্রণয়, অপত্য স্নেহও অনেক সময় বিষময় ফল প্রসব করিয়া থাকে । স্নেহ ও প্রেম নীচগামী, সুতরাং মানুষ উহার প্রাবল্য সহজেই নীচতাকে নীত হইতে পারে । বিশুদ্ধ প্রীতি কথামাত্র, তাহা এই দুঃখের সংসারে স্মৃদলিত । সম্প্রতি বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মধ্যে এক রূপ প্রণয় দেখা দিয়াছে, 'উহার শক্তি নিতান্ত সামান্য । উহাতে বিশুদ্ধতা, শাস্ততা, উদারতা নাই, উহা একান্ত অনিশ্চয়, উগ্র, অমঙ্গলের আধার ও মত্ততার পবিপূর্ণ । যে বালক প্রান্ত বশতঃ এই প্রণয়ের অনুসরণ করিয়া বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে যায়, নানা কারণে তাহাকে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন ক্ষতি সহ্য করিতে হয় । আমি বিনয় সহকায়ে এই সব প্রিয়তম বালককে এই রূপ প্রণয়ের অব্যবসায় হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিতেছি । উপদেষ্টা স্নেহ মমতার স্বর্গজ এবং তাহার বিষময় ফলভাগী । ভগ্ন এবং প্রিয় বালকদের প্রণয়ের সহিত সঙ্কলিত্তি আর গাথিতে পারি না । মনুষ্য অশেষ প্রকারে মত্ত হইয়া অশেষবিধ অনুধ ভোগ করিতেছে; বিবেক ও পরিণামদর্শিতার অভাবই তাহার একমাত্র কারণ । মনুষ্য-বুদ্ধি অনেক সময়ে সহজ কারণে তরল হইয়া পড়ে । একমাত্র বুদ্ধির চপলতা হইতে আমরা কি না হুর্দশাগ্রস্ত হইতে পারি ? যনকে ছাড়িয়া দিলে যেমন সহজ বিষয়ও ঘোরাসক্ত হইয়া পড়ে, আবার

ইচ্ছা করিলে মনকে সকল বিষয়েই অনাসক্ত রাখিবার শক্তি আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। সেই শক্তি অভ্যাস করিবার জন্য যত্নশীল হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাত্ত্বিক কৰ্ত্তব্য। আমরা অনেক সময়েই মনের বিশেষ ভাব গোপন করিতে পারি না। পরন্তু, কৌতুক বা আমোদের জন্য অনেক স্থলেই উহা প্রকাশ করিয়া চরিতার্থ হই। যখন কোন লোভনীয় কার্যে আসক্তি জন্মে, তখনই এই রূপ ঘটে। কেবল মন্ত-তাব দাস হইয়া আমরা এই রূপ করি। পরিণামে হয়ত এক সময়ে স্বীয় অবিষয়াকারিতায় সমুচিত প্রতিকূল পাইয়া যুগল করতলে কপোলদ্বয় বিনাস্ত করিয়া অবাচ্ হইয়া বসি, আত্মগ্লানি দ্বারা বিলক্ষণ শাসিত হই। জগদীশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগকে মঙ্গল ও সুখ দান করা তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা সেই মহান পিতার নিয়ম সকল ভুলিয়া যাই, তাঁহার প্রতি মন আমোদের অল্পই ধাবিত হইয়া থাকে। কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া কাচেতে ভ্রান্ত হই। ভুচ্ছ বিষয়ে মন্ততাব শাসনাধীনে থাকিয়া শরীরকে অকর্ষ্য ও রোগের আধার করিয়া তুলি। লংসাবকে দারুণ ছুঃখ-পূর্ণ মনে করি, আমরা মানুষের নিকট অপরাধ করিয়া দণ্ডবিধি আইনের অধীনে আগিলেও নানা কৌশল বিস্তার করিয়া মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতিও পাইতে পারি; কিন্তু ঐশ্বরিক দণ্ডবিধি আইনের প্রকৃতি সে রূপ নহে। ঈশ্বর রাজ্যে অপরাধ করিয়া কোন রূপেই মিস্তার নাই। মহেশ্বর্য সহাবল থাকিলেও, মহা মহা সাহায্য পাইলেও, ঐশ্বরিক নিয়ম ভঙ্গের ফল অব্যর্থ। আমরা যখন কোন অর্থাৎ উপায়ে সুখ লাভের জন্য

চেষ্টাশীল হই, যত্নতা প্রযুক্ত ইতস্ততঃ বিচাৰ কবি নীনা, কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই তাহার অনিষ্টকারিতা বিলক্ষণ রূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন বুদ্ধির ত্রুটি বুঝিতে পারি। অধুনা তন লোকদিগকে হীনতর বিষয়ে যত দূর যত্ন দেখা যায়, পুৰাকালে লোক সকল এই রূপ যত্নভার হস্ত হইতে অনেক দূর রক্ষিত ছিল। তখন ধর্ম্মের শাসন প্রবল রূপে চলিতেছিল। সেই সময়ে মানুষের যত্নতাও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির অনুসরণ করিত। এখন দেখিবে, মানুষ স্বার্থ জন্য যত্ন, আত্মাবনতির জন্য যত্ন। সরলতা, সদাশয়তা, উদারতা, অমায়িকতা প্রভৃতি উচ্চতম গুণগুলি লোক সমাজ হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। কুটিলতা, নীচতা, ঘেঁষা, হিংসা, ভয় প্রভৃতি জঘন্যতম ভাবগুলি দ্বারা মানুষ অধিকতর উত্তেজিত। আজ কাল অধিকাংশ মানুষের মধ্যে দেখিবে, কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না, কেহ কাহাকে আত্মীয় ভাবে না, সকলেই পর, সংগাবে যেন সত্য ধর্ম্ম নাই, বে কোন জঘন্য উপায়ে হউক না কেন, স্বার্থ সাধন জীবনের উদ্দেশ্য। এগুলি অতি ভয়ানক যত্নতা। মানব! তুমি এত তুচ্ছ বিষয়ে যত্ন হইয়া শান্তি হারা হও কেন? একমাত্র আত্ম সুখ কল্পনা করিয়া সংশয়স্থ সকলকে বিশ্বাসনত্রে দেখিতে লজ্জা বোধ কব না? নীচতর বৃত্তির উত্তেজনা বশে ক্রমশঃ নীচ পথগামী হইয়া পড়িতেছ, তথাপি চেতনা লাভে যত্নশীল হইতেছ না? নিয়ত আমার আমার বলিয়া ব্যস্ত। কিন্তু এই সংসারে প্রকৃত প্রস্তাবে কে আমার হইয়া থাকে? তোমার স্বীয় শরীরের সহিত আমার সম্বন্ধ কত দূর, প্রথমতঃ তাহার

বিচার কর, গরে পুজা, কন্যা, গঙ্গী ও ভাতা, ভগিনীর সঙ্গে গম্বুজের গুরুত্ব ধরিয়া লইও । সমুদায় পৃথিবীকে যদি একটি বৃহৎ বাটী বলিয়া মনে করি, তবে ঈশ্বর লম্বান মধ্যে সকলই আমরা ভাতা, ভগিনী বলিয়া ভাবিব, তাহাতে দোষ কি ? তুমি কেন সকলকে গর মনে কর ? কেন সমুদায় ভাতা ভগিনীর উপর অবিজ্ঞান স্থাপন কর ? বাস্তবিকত সকলেই গর, কিন্তু তুমি সে রূপ ভাবে গর মনে কর না । তোমার মনোভাব উদারতা শূন্য হইয়া মহাক্রতা বশে নীচতা প্রাপ্ত হইয়াছে । তাই, ভাই, ভগিনী সকলকে আমার মনে করিয়া আর সকলকে গর বলিয়া ভাব । নিকৃষ্ট মমতাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দাও, ধর্ম্য ভাবে উত্তেজিত হও, ঐশ্বরিক প্রেমে মনোনিবেশ কর, ঈশ্বরের মহাশক্তি, মহাদোদার্য্য, মহৎভাব সমূহের চিন্তা কর, দেখিবে তখন আত্ম গর বিচার কম হইয়া আসিবে । হিংসা-কীট হৃদয়ে বিবম দংশন করিবে না, সকলকেই তখন আত্মীয় বলিয়া মনে করিতে আর আপত্তি থাকিবেক না । আত্ম পরিবাদের দ্বারা যথা শক্তি সকলেরই উপকার করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা হইবে । এই সংসারকে নিরন্তর হুঃখময় বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু সর্বথা মত্ততাচ্যুত হইলে দেখিতে পাওয়া যাউবে, সংসার নিরন্তর আনন্দে পূর্ণ । ভুচ্ছ মত্ততাতে আমাদের মন কতকগুলি উৎকট পিপাসার শাস্তিহারা হয়, অতরাং আমরা আদর্শ প্রকৃত সুখ বুঝিতে পারি না । তখন যে রূপেই হউক, মত্ততা পরিশূন্য হইয়া, অনুক্ষণ হ্রি চিতে থাকিয়া সুখী হইবার চেষ্টা করা ব্যক্তিযাত্রেয়ই কর্তব্য । অন্যথা, মনুষ্য জীবন একান্ত অনর্থক ও বিনষ্ট প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ।

ব্যক্তিচার ।

মানুষকে সঙ্গীত। সদাচার-সম্পন্ন হইবার জন্যই ধর্ম্য প্রবৃত্তিগুলি উপদেশ দিয়া থাকে, কিন্তু আমরা সেই উপদেশ সুস্বীকার্য্য করিতে অস্বীকার করি। আমরা সহজেই আমাদের ব্যক্তিচার স্পর্শ করিতে চাই। ব্যক্তি-চারী, লোকেব নিকট লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত ও অসম্মানিত হইয়াও আপন দোষের সংশোধনে কৃতকর্ম্য হইতে পারে না। স্বীকৃতিবিহীন বিশেষরূপে সৃষ্টিতে পারিবার অনেক সদাচার রক্ষা করিতে পারে না। অনেক, চেষ্টার অন্ত দীর্ঘায় গিয়াও তাহা পারে না। তখন যে, নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া স্বীয় জীবনকে বর্জ্য পক্ষেই ছাড়িয়া দেয়।

ধর্ম্মের মান জাতিয়াও অধিকাংশ লোক, তাহা লাভ করিতে অক্ষম। অশেষ প্রকারে দুর্গতিগ্রস্ত হইতেছে, তবু দেখিবে, লোকেব মতি ধর্ম্মের দিকে কিছুই চলিতেছে না, অথবা নিতান্ত দুর্গতিতে চলিতেছে। যে কার্য্য করিয়া পুনঃপুনঃই বিস্ময় অনুভূত হইতেছে, অথবা সেই কার্য্যের প্রতিই মন অনিবার্য্য বেগে ধাবিত হইয়া থাকে। বিশেষরূপে ফল ভোগ করিয়াও মানুষ অকার্য্যগুলি হইতে বিরত থাকিতে পারিতেছে না। অনেক সময়ে মহাবিশ্ব লোকেও সহজ কারণে ব্যক্তিচার স্পর্শ করিয়া বিপদগ্রস্ত হন। এরূপ দৃষ্টির কারণ কি? সংশোধন বিচরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে কেন? ব্যক্তিচারী ব্যক্তিগণের প্রতি নিয়ত ধৃণা প্রদর্শন না করিয়া, ইহার মূল তত্ত্ব অনুসন্ধানার্থ একবার চেষ্টাশীল হওয়া আবশ্যিক। আমরা বিগৃহ ও অন্তঃ

জানিয়াও যে তাঁহাতে ধাবিত হই, অবশ্য তাঁহাব কারণ পরস্পরা বিদ্যমান আছে, জানিতে হইবে । প্রথমতঃ, মনুষ্যের শিক্ষার সহিত ধর্ম ও নীতির যোগ থাকা আবশ্যিক । অন্যথা, তাঁদৃশ শিক্ষার মনুষ্য-চরিত্রে সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট রূপে গঠিত হইতে পারে না । ধর্ম্যভাব হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ হইয়া না উঠিলে, আশুপ্রিয় বিলাস বস্ত্র সমুচ্চন এ'ত স্পৃহায় লাঘব হয় না । বশঃ ও অর্থ লিপ্সার বশবর্তী হওয়া অধুনাতন লোকেরা বিদ্যা শিক্ষায় রত হন, স্মৃতিশক্তি উচ্চতম শিক্ষায় উন্নীত হইয়াও তাঁহারা অনেকে ইতন বৃত্তিগুলিকে বশে রাখিতে পারেন না, মহজেই ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়েন । মনে সর্ব্ব সময়ে একটুকু বিশেষ বৈবাগ্য জাগরুক থাকা নিতান্ত আবশ্যিক । অন্যথা, ভোগ্য বস্তুব প্রতি এক সময়েই অন্যও ঘৃণার উদ্বেক হইবার নহে । ভোগ্য বস্তুতে অত্যা-মুক্তি হেতুই আসবা সদাচার বক্ষা করিতে পারি না । পণ্ডিতেরা পৃথিবীর হিত সাধন জন্য, নিরন্তর গভীর শাস্ত্র সকলের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া গভীর উপদেশযুক্ত বাক্যাবলী পূর্ণ গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন । পৃথিবীর মঙ্গ-লোব জন্য তাঁহারা এক রূপ সর্ব্বত্যাগী হইতেও কুণ্ঠিত হন নাই । আসবা তাঁহাদের বিখিত গ্রন্থাদি হইতে নিরন্তর উপদেশ পাইতেছি, কিন্তু এমনই ভ্রববস্থায় পতিত হইয়াছি যে, সেই সকল মহামূল্য উপদেশ বাক্যগুলি হইতে আমাদের কিছুই জ্ঞানের উদ্বোধন হইতেছে না । আমরা যে রূপ উপদেশ পাই, তদনুরূপ কার্য করি না, এম্ব সকল পাঠ কবি মাত্র । সংসারের যৎসামান্য সুখের জন্যও পণ্ডিতের কথা লঙ্ঘন করিয়া থাকি । স্মরণ্য সদাচার

হইতে চ্যুত হই। আজ কাল অধিকাংশ লোক পার্থিব
 সামান্য সুখ সাধনের জন্য বিশেষ উত্তেজিত হইয়া থাকে,
 তজ্জন্য অনেক সময়ে গুরুত্ব অকার্য্যগুলিও সম্পন্ন করিতে
 কুণ্ঠিত হয় না, ন্যায়পথ হইতে সহজে ভ্রষ্ট হয়। সুতরাং
 সদাচার রক্ষা করা অনেক সময়েই লোকের পক্ষে দুর্লভ
 হইয়া উঠে। সমাজে অমুগ্ধ কেবল মন্দ বিষয়ের আন্দো-
 লন করিতেছে। যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে, দ্বेष, হিংসা,
 অক্লেশ, চণ্ডালতা, নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়, সমাজের বহু
 সংখ্যক ব্যক্তি তাদৃশ কার্য্যকল্প লইয়াই আয়োদ্য অনুভব
 করেন, সুতরাং সদাচার প্রায়ই মানুষকে ত্যাগ করিতেছে,
 সমাজে গুরুত্ব দোষ সমূহ প্রবেশ করিয়াছে। সংস্কারের
 পুঙ্খাব নাই, অসংখ্য বিশেষ রূপ উৎসাহ পাওয়া
 যায়। যথার্থবাদী দ্বিতীয়কে নিপদগ্রস্ত হইতে হয়, বহু
 কষ্টেও সত্যতা রক্ষা করা লোকের ভাগ্য ঘটে না। সুতরাং
 ব্যক্তিগত স্পর্শ না করিয়া অল্প লোকেই থাকিতে পারেন।
 কৌশল-পথের অস্বাভাবিক ব্যবহার, কন্যা-পণের অভ্যাস
 হইতে অধিকাংশ যুবকের ভাগ্য ভাৰ্য্যা লাভ দুর্লভ হইয়া
 উঠিয়াছে। তাদৃশ লোক সমূহের বায়ও এক রূপ ব্যক্তিগত
 শ্রোতঃ প্রবল রূপে বাহিত হইতেছে। তাহাদের দোষ
 কি? ঐশ্বরিক নিয়মেব স্পর্শ হইয়া কাল কুসারে নরগণ
 কোন বিশেষ ইচ্ছার অধীন হইয়াই জীবন প্রণয়ের অভি-
 লাসী হয়, পরিজ্ঞ পরিণয় দ্বারা তাহা লাভ না হইলে, প্রণয়
 প্রসূত অথবা পক্ষে বিচরণ করে। ভাৰ্য্যাহীন ব্যক্তিরা
 প্রায়ই পবদারাসক্ত। যে তাহা নয়, সে আবার অন্য কোন
 বিশেষ অর্থে উপায়েব অনুসরণ করিয়া, স্বীয় জীবনকে

বলুপিত পথে, দেখিলে, তা'দৃশ দুর্ভাগ্য ব্যক্তি' নিয়ত অশুখী ।
 যে যুবক ভাৰ্য্যা এতগ কবেন নাই, অথচ পরকীয়ার অঙ্গ
 স্পর্শ জনিত কলঙ্ক হইতেও রক্ষিত, সর্ব্বথা চাপল্য পরি-
 শূণ্য, সর্ব্বদা মন্তুকে চিত্ত, কোন রূপ অবৈধ কার্যের
 অন্তর্ভূত অন্য আত্মপল্লি নি দ্বারা আশ্রিত নহেন, তিনি ভীষ্ম
 মদৃশ মহাত্মা । কিন্তু আমার বিবেচনায়, এমন লোক এগন
 নাই, যদি থাকেন, আমি দেবতা বোধে তাঁহাকে নিয়ত
 পূজা করিতে প্রস্তুত আছি । গণিতেবাই বলিয়া গিয়াছেন,
 ভাৰ্য্যা ভিন্ন মনুষ্যের সকল ধর্ম্ম বক্ষা হয় না, বাস্তবিক
 ভাৰ্য্যার অভাবেই নহ লোককে ব্যভিচার স্পর্শ করিতে
 হইতেছে ভাৰ্য্যার অভাবেই অনেক যুবকের প্রণয়েব প্রকৃতি
 বিবিধ ভাব ধারণ করে, ভাৰ্য্যার অভাবেই গুরুতর বিপদ
 সকল হোয় কবিতা পাল্লবকে অনগম হইতে হয় । মহাজেব
 বিশৃঙ্খল, ছেতুঃ পনের লোককে ভাৰ্য্যাভাব যন্ত্রণা সহ্য
 করিতে চায়, এবং তাই ব্যভিচার প্রোতঃ বুদ্ধির আবলতব
 কারণ । যুগ দৃষ্টিতে বোধ হয়, অঙ্গ কাল নিদ্যার চর্চ্চা
 লোক সময়ে বেশী হইতেছে, অধিক লোকই শিক্ষিত
 ও কৃতচিন্তা হইতেছেন, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া
 দেখিলে, প্রকৃপ অমুগম যে, ভ্রান্তি মূলক, তৎসম্বন্ধে
 আশঙ্ক থাকিলে না । প্রায় প্রত্যেক জেলাস্থ পঞ্জী গ্রামের
 লোকাদগের অবস্থা বর্ণন্য নাই শোচনীয় । গ্রামে অধি-
 কাংশ ব্যক্তি প্রকৃত লেখা পড়া কিছুই জানে না, লেখা
 পড়া শিখিয়া চাকরি করাই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া
 অনেকের বিশ্বাস, লেখা পড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং
 আবশ্যকতা সম্বন্ধ অনেকের জ্ঞান নিতান্ত সামান্য । লেখা

পড়া শিক্ষার জন্য অর্থাদি ব্যয় করাকেও অনেক কষ্টের বিষয় বলিয়া মনে কবে। সুতরাং গ্রামের লোক সকলই ঘোর অশিক্ষিত। যে যে স্থানে স্কুল আছে, তাহাতে গ্রাম লোককে দেখাইবার জন্য। সেই সকল স্কুলের আভ্যন্তরীণ অবস্থান সহিত শিক্ষকের কষ্ট অবগত হইলে, সচ্ছন্দ্য ব্যক্তিগতাই দুঃখিত হইয়া থাকেন। গড়ে প্রতি-গ্রামে দুই এক জনের বেশী প্রকৃত শিক্ষিত লোক নাই। তবে জেলা-ভেদে কোম কোম স্থানে শিক্ষিতের সংখ্যা কিছু বেশী হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারাও গ্রামের অবস্থার উন্নতি পক্ষে অনেক কম সাহায্য হয়, মান্য কারণে তাঁহাদের তদ্বিষয়ে অক্ষম হইয়া থাকেন; • এখন দেখুন, কত জন প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশে লেখা পড়া জানেন? গভীর বিদ্যা বুদ্ধির অভাবে গম্ভীর কেনই না ব্যভিচার স্পর্শ করিবে? .

আমরা দেখিতে পাই, ইদানীন্তন বালকগুলি দুঃশীল, নির্লজ্জ অবিদিত, গুরুজানন্য প্রতি ভক্তি শূন্য; শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা, অনুগত ও স্নেহ বহীন হইয়া উঠিয়াছে। নিয়ত “হয়্যাবকি” করা “হযারদিগের” সহিত রক্ত রসের কথায় প্রবৃত্ত থকা, তাহাদের অভ্যন্তরীণ জঘন্যতা গিয়াছে। বয়োবৃদ্ধকে কিছুমাত্র আস্থা করে না। বিদ্যা বুদ্ধি ক যিনি বড়, তাঁহাকেও তক্ষণ মান্য করে না, সহজে মত হইতে চায় না। বিদ্যা শিক্ষার প্রতি ইহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে আস্থা নাই। মনে কোন উচ্চভাব স্থান পায় না। হৃদয়বাহাতে অপ্রশস্ত, সঙ্কট ও পাপের আধার হইতে পাবে, ইহারা তাদৃশ কার্যাবলীর অনুর্তানে নিরত।

কইয়াছে, প্রায় কাছাবই মন সর্বথা শুদ্ধ নহে । নরপদে
হৃদয়-দ্বার প্রায় রুদ্ধ থাকে, মনে সুখ প্রায় কেতক এত
হন না । এগন দেখুন, গৃহ বাগেব অভিনাসী হঠাৎ মর্ত্য-
সমাজে থাকিয়া কি রূপে সর্বথা সদাচারী হওয়া সম্ভব
পারে ? যিনি সত্যতা বক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাকে
সমাজের গহিত অল্পই ঘনিষ্ঠতা দাখিলে হইবে ।

মনুষ্যেব হীনতাই ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে,
কোন রূপ চেষ্টা দ্বাবাই মানব পত্রিতায় নীত হইতে
পারিবে বলিয়া বোধ হয় না । কুকার্য একরূপ অক্ষয়
হইয়া গিয়াছে । তাহার উচ্ছেদ সাধন মহজে অসম্ভব ।

ক্রমশঃ ব্যভিচার-প্রোচঃ প্রলরূপে বাচিত হইয়া
উছা প্রবল রূপ মহার্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে । আমরা
মনুষ্যদিগকে যে রূপ ভ্রষ্টাচারী দেখিতেছি, তাহাতে এই
পৃথিবীকে সুখ শাস্তিতে পূর্ণ দেখবার আশা নাই ।
যে মহাত্মা এই সময়ে লোক সমাজ ছাড়িয়া কালের অতল
গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই শাস্তিব ক্রোড়ে স্থান
পাইয়াছেন । তিনিই ধন্য মানব । যদি কথঞ্চিৎ সুখ শাস্তি
ও ইচ্ছা লাভের অভিনাসী হও, কোন রূপ প্রলোভনে
সদাচার-ভ্রষ্ট ভ্রাতৃগণের প্রাণে ভুলিও না । আমাদের
একমাত্র পিতার প্রতি নির্ভর, অবশ্য তিনি সফট হইতে
উদ্ধার করিবেন ।

—::#::>::#::—

নিশ্চয় ।

হংসেরা জল পানিত্যাগ করিয়া ভ্রুক মাত্রই গ্রহণ
করিয়া থাকে, তক্রম গুণগ্রাহী, নিষ্ক পণ্ডিতেরা সকল

বিষয়েরই গুণ গ্রহণ করেন। দোদ ভাগ তাঁহাদের অঙ্গই আলোচ্য হয়। পুনঃ পক্ষে, শূন্যেরা পৃথিবীমাত্র গ্রহণ করে। নিন্দকগণ সকল বিষয়েরই কেবল ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, যে কোন স্থান হইতে যে রূপে হউক না কেন, বিন্দুমাত্র দোষ পাছলেই তাহাদের অ'নন্দের গীমা থাকে না। কোন স্বার্থ না দেখিয়াও সুখক যেমন লোকের উপাদেয় বস্ত্রাদ কাটিয়া নষ্ট করে, ইহাবা সৰ্ব্ব প্রকারে স্বার্থ শূন্য হইয়াও অনেক স্থলে অপ্রাণ্য অনুন্দর দোষ পূর্ণ কদর্য বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়া লোকের হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন করিতে চেষ্টাবান্ হয়। হিংসা রূপ বিষয় অগ্নি ইহাদের হৃদয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে নিয়ত জ্বলিয়া থাকে, কাহারও কোন রূপ গোভাগ্য বা উন্নতি ইহাদের চক্ষুঃশূল স্বরূপ হয়। গুণী জনের গুণের অপলাপ করা, সদাশয়গণের অপমান করিতে চেষ্টাশীল হওয়া, তাঁহাদের অহুষ্ঠিত সংকার্য সমূহের দোষ কীর্তন করা, তাঁহাদের সর্বাঙ্গ প্রায়কে অসংপথে লইয়া যাওয়া, এই দুর্শ্রুতি মানব-ধর্মদিগের প্রকৃতি নিন্দ্য ব্যবহার। উদ্যানের শত্রু কণ্টক, ধর্মের শত্রু পাপ, সুখের শত্রু অশান্তি, তরুণ সমুদ্র সমাজের শত্রু নিন্দক।

যে কোন প্রকারে হউক না কেন, অবিরত লোকের নিন্দা লইয়া থাকিতে পারিলেই ইহাবা আপনাদিগকে মহৎ বলিয়া মনে করে। ভাবে যে, অন্যদের সমালোচনা প্রবণে অবশ্যই সকলে মোহিত ও সন্তুষ্ট হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিবে। কিন্তু ঐ নির্বোধেরা জানেন না যে, উহারা পণ্ডিত নাম প্রাপ্ত হইলে সংসারে “মূর্থ” শব্দকে

অভিহিত হইবেক ? যদি অন্যের গ্লানি বচনা কবিয়া, অন্যের পাণ্ডিত্যের অপমাণ করিয়া, বিজ্ঞ ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হওয়া বাইত, তবে “পণ্ডিত” শব্দের আর কিছুই গোঁবব থাকিত না । অন্যের নিন্দা করা সহজ, স্বয়ং নিন্দাবিহীন হওয়া অত্যন্ত কঠিন । যাহা বা পানোক্ষে সকলের নিন্দা কবিয়া শাস্তি লাভের ইচ্ছুক হয়, তাদৃশ অশ্রদ্ধের ব্যক্তিগণের গ্লানি বহু জনের মুখে রচিত হইয়া থাকে । নিন্দকেরা নিতান্ত হীনতেজা ও হীনমনা, সহজে প্রকৃত বিষয় হইতে দূরে অবস্থিতি করে । অকারণে লোকের নিন্দা করা যেমন ইহাদেব স্বভাব সিদ্ধ বিদ্যা, তদ্রূপ ইহা বা কোন জঘন্য স্বার্থ সাধনে লুক্ক হইয়া অকা-বণে লোকের প্রশংসাও কবিয়া থাকে । যাহা বা বহু দোষের আকর, কদাচিত্ হই একটি গুণ যাহাদেব শরীরে লক্ষিত হয়, ন্যায়, নীতি, ধর্ম প্রভৃতিকে নিষত অবজ্ঞা করা যাহাদেব অভ্যাগ, তাদৃশ ছুবাচাবেরাই সচবাচর নিন্দক হইয়া থাকে । যাহা বা অল্প বিদ্যাভাস কবিয়া আপনাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া ভাবে, প্রকৃত মর্মা গ্রহণে অক্ষম হইয়া বিদ্যাধ্যয়ন করে, যাহা বা অক্ষুণ্ণ ধনীদিগের অনুগ্রহ প্রত্যাশী ও তাহাদেব সহিত বিশেষ সংস্রব রাখিতে বহু-শীল, তাহারা ই প্রায় নিন্দক হইয়া স্বীয় জীবনকে কলুবিত করে । শেখা পড়াব আলোচনা অনেকই করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত লেখা পড়া শিখিয়া বিজ্ঞ ও পণ্ডিত অল্প লোকই হইয়া থাকেন । অতএব লেখা পড়া জানিয়াও অনেকে নিন্দক হয় । হৃদয় হইতে হিংসা, ঘেব, কুটিলতা প্রভৃতি দূর করিয়া হৃদয়কে মার্জিত ও উন্নত করতঃ

পবিত্রতার আধার করা বিশেষ সুশিক্ষা এবং সুরূচিব
 প্রয়োজন । নিম্নত সংসমাজে বাগ, উদার নীতি সম্পন্ন
 বাক্য সকলেব মর্ম্ম অভিনিবেশ পূর্ব্বক গ্রহণ, সম্ভ্রষ্টান্ত
 দর্শন, সত্যত মততাব অনুগরণ করা ব্যতীত মনুষ্য সহজেই
 হীনবুদ্ধি, মুঢ় হইয়া কর্তব্য বিচাবে অপাবগ হয়, সুতরাং
 তাহারা সহজেই বিদূষক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে ।
 একদা আমাব কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম, “দোসে
 বিরক্ত গুণে অনুবক্ত হওয়া মানব প্রকৃতির নিয়ম” ।
 তিনি তাহাব উত্তর স্থলে এই রূপ মর্মে লিখিয়াছিলেন,
 “আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা গাথাবগতঃ সত্য বটে,
 কিন্তু অনেক স্থলেই তাহাব ব্যভিচার দৃষ্ট হয় । ছিদ্রাশ্বেষী
 মুঢ়মতি বিদূষকেরা নিম্নত অন্যের ছিন্ন দেখিয়া বেডায় ।
 তাহাবা লোকের গুণবাশিব সহজে অপলাপ কবে, এবং
 তাহাদিগকে দোসরূপে পরিণত করিয়া লয় ।” বন্ধুব
 লিখিত এই সকল কথাব তাৎপর্য্য অনেক স্থলে হৃদয়ঙ্গম
 করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই । নব পিশাচ নিন্দকেরা গুণী
 ব্যক্তিব প্রতি দোষাবোপ করিয়া মহাসুখ অনুভব কবে,
 স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধিব প্রশংসা নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া কৃতার্থ-
 স্মন্য হয় । ইহাদেব মনোভাব অতি গূঢ় ভাবে হৃদয়ে
 নিবদ্ধ থাকে । মনুষ্যতাব সঙ্গে ইহাদেব বিন্দুমাত্র সংশ্রব
 নাই । কহা ইহারা কিছুই অভ্যাগ করিতে পারে নাই ।
 নিম্নত অসাব বক্তৃতা করিয়া বাচালতা প্রকাশ, কার্য্যে
 কিছুই না দেখাইয়া কথায় স্বীয় গুণ ও শক্তি প্রভৃতির বিষয়
 বিশেষরূপে বর্ণনা করা ইহাদেব অভ্যাগ । ইহারা গান্ধীর্ঘ্য,
 শাস্ত্রতা, বিবেক গুণ নিচসেব কিছুই অনুগরণ করে না,

আপনাদিগকে রুতবিদ্যা বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস অটল । পাড়াগাঁয়ে এমন বাবু ও পণ্ডিত অনেক আছেন, যাঁহারা ছুই পাত ইংবেজী এবং ছুই চারিখানি বাঙ্গালা কাব্য পুস্তক পাঠ করিয়াই সেক্সপিয়র, হোমর, কালিদাস প্রভৃতির কথা লইয়া ব্যস্ত হন । বঙ্কিম বাবু, হেম বাবু, নবীন বাবু, বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের লিখিত এবঙ্গ ও পুস্তকগুলির সম্বন্ধে সম্ভব্য প্রকাশ করিতে থাকেন । ইহঁরা কাহাকে বা পাতালে লন, কাহাকে বা স্বর্গে উঠান । বিজ্ঞের বিজ্ঞতা, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, সদাশয়ের সুশীলতা ও সততা ইহঁদের নিকট অন্যান্যরূপে মারা যায় । ইহারা জিহ্বাকে বিষম হলাহলের আশ্রয় করিয়া তুলে । লোককে সহসা অন্যায় কথা বলিতে কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হয় না । নিয়ত লোকের অনিষ্ট সাধন এবং ইতর উপায়ে আপনাদিগের সুখের চেষ্টা করা ইহাদের জীবনের উদ্দেশ্য । অসীম ত্রাণাণ্ড পতির স্মৃতি মধ্যে ইহারা যে কি আশ্চর্য্য জীব, তাহা চিক করিয়া উঠা কঠিন । আপন দোষে ইহারা শাস্তি লাভ করিতে পারে না, অন্যের উন্নতি ইহাদের পক্ষে শেল বিদ্ধ হইয়া থাকে, স্বীয় ব্যবহারের প্রতিদান অনুক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াও হৃদয়কে পবিত্র ভাব সমূহে মার্জিত করিতে চেষ্টাবান্ হয় না ।

মহাকবি কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, “ নঘু বংশের বর্ণনা করা, আমার পক্ষে ভেলা দ্বারা সাগর পার হইবার চেষ্টামাত্র । আমি মন্দ কবি যশঃ প্রার্থী হইয়া উন্নত পুরুষের লভনীয় ফলের লোভে উর্দ্ধবাহু বামনের ন্যায়

উপহাসাম্পদ হইব ” পণ্ডিতবর সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন, “ আমি কেবল এইটি নিশ্চিত জানি যে, কিছুই জানি না । ” জগৎ বিখ্যাত ম্যার আইজাক্ নিউটন্ বলিয়া গিয়াছেন, “ আমি বালকের ন্যায় বেলা-ভূমি হইতে উপল-খণ্ড সংকলন করিতেছি, কিন্তু জ্ঞান-মহার্ব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । ” এই সকল মহা মহা বিজ্ঞ, প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতগণও স্ব স্ব বিদ্যা বুদ্ধিব কিছুমাত্র গৌরব করিতে সাহসী হন নাই, এই সব ছাচাচ, অল্প বুদ্ধি, বিকৃত মন। নিন্দকেরা নিতান্ত সামান্য রূপ লেখা পড়া শিখিয়া কেমন করিয়া আপনাদিগকে বিদ্বান্, পণ্ডিত, সভ্য ও সাধারণের শিক্ষক স্থানীয় বলিয়া মনে করে, কিছুই বুঝি না । এই সকল লোক অপেক্ষা আমার বিবেচনার, বারাজনারা ও নর্ত্তকীগণ অধিক লজ্জার অনুসরণ করে । ইহা বা কৃতান্তের পবিত্র নিকেতনের অতিথি না হইয়া, ধরিত্রী মাতাকে কেন পীড়িতা করিতেছে ?

ভাই বিদূষক সকল ! পর নিন্দারূপ হলাইল ত্যাগ কর । বসনাকে ভাল কথায় স্তুত্ব কর । লোকের দোষানু-সন্ধানে বিবত হও । আপনি সর্ব দোষ বিহীন হইতে যত্ন কর । ধর্ম ও ন্যায়ের আদর শিক্ষা কর । মহান্ পিতা ঈশ্বরেতে চিত্ত অর্পণ করিয়া জগতেব সকলকে ভাই ভগিনীর মত দেখ, শাস্তি পাইবে । মূল্যবান্ মানব জীবনকে আর অগাধ করিয়া তুলিও ন ।

সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয় ।

যুগ মহাত্মা মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই কথাব গভীর উপদেশ ভুলিয়া গিয়া অনেক সময় আমরা বিপদে পতিত হইয়া থাকি। নানা প্রলোভন ও নানা পাপের হস্ত হইতে রক্ষিত হইয়া, সাধু শব্দে বাচ্য অল্প লোকেই হইয়া থাকেন। সর্বতোভাবে সততা রক্ষা করা অসম্ভব জগতে দুঃখ। স্থূল স্থূল কতিপয় বিষয়ে ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াও সাধু হওয়া সহজ কথা নহে। অতএব পূর্বোক্ত কথা নিয়ত স্মরণ রাখিয়া সকলেরই কার্য্য করা কর্তব্য। অমুকে সৎ, এ কথা সহজে বিশ্বাস করাই অন্যায্য। আমরা স্থূল দৃষ্টিতে যাহাকে অনেক সময়েই সাধুর ন্যায় আচরণ করিতে দেখি, হয়ত তিনি অতি সহজে, অতি ভুল্হ কারণে আপনাব সমুদায় সততা ভুলিয়া ভয়ানক ন্যায় গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এমন কি, আমরা দশ বৎসর বা তদধিক কাল যাহার চরিত্র জানিতেছি, এমন অনেক ব্যক্তিও সহসা আপন রূচি ও প্রকৃতির বিপরীত কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হন না। মনুষ্য মনের নিগূঢ়তম প্রদেশের প্রকৃত ভাব সহসা কে বুঝিতে পাবে? বিজ্ঞান-বলে কত অদ্ভুত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করা যায়, কত দুঃখ কারণ নির্ণীত হয়, ভোজ বাজির ন্যায় কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থের আবিষ্কার হইয়া থাকে। এই রূপ নানা শাস্ত্র বলে, নানা বিষয়ের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যকে জানা, মানুষেব মনোভাব সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়া উঠা খুব কঠিন। অনেক স্থলেই তাহাতে শাস্ত্র হারি যানে। প্রকৃত সাধু ব্যক্তি তিন

মনুষ্যকে সর্বদা প্রকারে চিনিতে পারা যায় না, এক সময়ে যিনি আমার হিতকামী বন্ধু বলিয়া গণিত হন, সময়ান্তরে সেই প্রিয়তম হইতে একপা লাঞ্চিত হই যে, লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করিতেও বিষম লজ্জা উপস্থিত হইয়া থাকে । অধিকাংশ মনুষ্যের মুখে এক, কার্য্যে অন্য রূপ । এক জনেব লেখা দেখিয়া হত । তাঁহাকে সহসা সাধু, বিশ্বাসী, সদাচারী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, বিশেষ অনুসন্ধানে প্রকৃত হইলে, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, লেখকেব মুখে এক, কার্য্যে অন্য ভাব । পূর্বে সাধুনা পৃথিবীস্থ সকলকে আত্মীয় জ্ঞান করিতেন, আজ কাল ভালবাসা, প্রণয়, স্নেহ, মমতা স্থাপনে অনেক স্থলেই বিষম গুণ্ডগোল উপস্থিত হয় । অনেক স্থলেই উহা দ্বেষ্য বলিয়া আখ্যাত হইয়া উঠে । সাধুদিগের অন্তঃকরণ অটল, কোন ঘটনাতেই তাঁহাদের মতির স্বেচ্ছা, জ্ঞানেব স্বেচ্ছা নষ্ট হন না, উহারা সহজ কান্ধে উত্তেজিত হন না । অবস্থার অনিত্যতা, সাংস'বিক স্রুতের অপকর্ষতা, কার্য্যের পূর্কপর, স্ব স্ব পরিণাম উত্তমরূপে বিচার করিতে সক্ষম হইয়া যথার্থ ধর্ম্ম ও ন্যায় নীতিব অনুসরণ করেন, স্মৃতরাং তাঁহাদের নিকট লোকেব ভয় নাই । এতদিতর, অন্য সমুদায় মনুষ্যের নিকটই ভয়েব কারণ আছে । ব্যাভ্রাদি হিংস্র জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের নিকট অনেক ভয়ের কারণ আছে । মানুষ হইতে যত অনিষ্ট ও যত পাপগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা, অন্য কোন জন্তু হইতে তত আশঙ্কা নাই, স্মৃতরাং “মহাস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়” এ কথা কোন রূপে আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে । যিনি

স্বয়ং সাধু, তিনি পৃথিবীস্থ সকল লোককে আশ্রয় মনে করিয়া তদনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাকে পাদপদে বিপন্ন ও অপ্রতিভ হইয়া ক্ষুণ্ণমনা হইতে হইবে সন্দেহ নাই। যদিও মহান্দশো কোন কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত করিলে ধর্ম্মতঃ কোন প্রত্যাবাস বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না, কিন্তু লোক চিনেয়া কার্য্য করিতে না পারিলে, ভাল কার্য্যের জন্যও সামুয়িক গুরুতব অত্যাচার সম্ভাবনা আছে। “সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়” একথা সহস্র ব্যক্তির মধ্যে এক জন সাধু থাকিতে পাবেন, কেবল ইহাটো জানিয়া রাখিলে হইবেন না, এই কথা স্মরণ করিয়া সর্বদা লোকেব সহিত ব্যবহার করিবে। অন্যান্য দুষ্কর্ম্মের ন্যায় অসৎ ও অবিশ্বাসী, নিম্নক ও ঘৃণ্য লোককে সাধু বলিয়া বিশ্বাস করাও একটি দুষ্কার্য্য। লোক সমাজে বাস করিতে হইলে, লৌকিক চরিত্র নিয়ন্ত পবিত্র করা বিধেয়। উক্তরূপে জানিতে না পারিলে কোন লোকেব প্রতিই গভীর প্রণয়, স্নেহ, ভক্তি বা ভালবাসা অর্পণ করিবে না। উহার উহার মধ্যে কোন না কোন রূপ জঘন্য স্বার্থের বন্ধন কবে। সুতরাং তোমার নিঃস্বার্থ চিত্তবিস্তার ও অসীম উদারতাও সাধাবণ্যে নিন্দিত হওয়া অসম্ভবনীয় নহে।

শাস্তা, ধূর্ততা, কাপট্য অনেক সময়েই ছদ্মবেশে মানব-শরীরে প্রবিষ্ট থাকিয়া লোক সমাজের শান্তি ভঙ্গ করে। এ সংগারে এমন বহু অনেক পাওয়া যায় যে, তোমার সাক্ষাতে তোমার বিবিধ গুণ কীর্ত্তন করিয়া পবোকে বিবিধ দোষের উল্লেখ করতঃ গ্লানি রটনা করিয়া থাকে। কথায় ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া পাণ্ডিত্য সম্পন্ন

ছুটমতি মানবাধমেব! প্রায়ই লোককে কুহকে পাতিত
কবে, এবং আপন ইচ্ছা সাধন করিয়া লয়। কে তোমার
প্রকৃত বন্ধু, তাহা সহজে নির্ণীত হইবার নহে। খাদ্য ও
পানীয় দ্বারা অতি শত্রুও তোমার প্রতি আদর প্রকাশ
করিতে পারে, শঠ চূড়ামণি স্ত্রণের ব্যক্তির প্রায়ই নানাকপে
বাগ্‌জাল বিস্তার কবিয়া লোকদিগকে কুহক মস্ত্রে মুগ্ধ
করিতে চেষ্টাবান্ হয়। কিন্তু আমাদের নিয়ত মনে থাকা
উচিত “সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়।” তুমি যতই
অসামিকতা ও আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া লোকেব সহিত
মিশিতে যাইবে, ততই তোমাকে পদে পদে অপ্রতিভ
হইয়া স্বানুষ্ঠিত কার্যের জন্য তাপিত হইতে হইবে।
লোকেরা অন্যকে যত সহজে পর ভাবে, তত সহজে
আত্মীয় জ্ঞান কবে না। বিবাদ, হিংসা, পরস্পর-কাতবতা
প্রভৃতিতে মানুষ যেন স্বভাবতঃ উত্তেজিত হইয়া উঠে।
তুমি চেষ্টা করিয়া দেখিও, বাহাকে তোমার আত্মীয়
বলিয়া বিশ্বাস আছে, এমন অনেক ব্যক্তির নিকট অনেক
সময়ে, মনেব গূঢ়তম ভাব উদ্ধাব কবিয়া লইতে পারিবা
না। আমরা সহসা এক জনেব বিশেষণ স্থলে, মবল,
সদাশয়, অসামিক প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ কবিয়া থাকি।
অসদাশ্রয়ী কদাপি এই রূপ বিশেষণে অভিহিত হইবাব
যোগ্য নহে।

আমাদের জানা উচিত, “সহস্রের মধ্যে এক জন
সাধু হয়” আমরা অনেকেব উপকাব কবিয়াও তাহা হইতে
অত্যাচারিত হই, সত্ততার ফল বিপরীত ভাবে দাঁড়ায়,
বিশ্বাসী লোক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া সহানুভূতির উদ্রেক করে,

বিদ্যা শিক্ষাও অনেকে কুপথগামী হয়, অনেকে মহা-
 মত্যের অপলাপ করে, এহংকণ বিধ্বংসী দেহ ধারণ করিয়া
 তুচ্ছ সুখ জন্য মুগ্ধ হইয়া পড়ে; ভয়ানক মাতালের মত
 লজ্জা, ধর্ম ভয়, ন্যায়, নীতি সমুদায় ত্যাগ করিয়া পশু-
 বৎ হইয়া পড়ে, এই সকল দেখিয়া যদিও গুরুতর মনো-
 বেদনা স্বতঃই উপস্থিত হয়, তথাপি এই বলিয়া ঐর্ষ্য
 ধারণ করা কর্তব্য, “সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়।”
 পৃথিবীতে সাধুর সংখ্যা অধিক হইলে, সকল লোকেই
 সততার অনুসরণ করিলে, ইহা চির সুখ সম্পন্ন ব্রন্দারক-
 ব্রন্দাধিবাসিত, যোগি-জন-বাঞ্ছিত স্বর্গ হইতে হীনা হইত
 না। পশুদিগের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ, আমরা
 অনেক সময় সমুদায় কর্তব্য ভুলিয়া, বিবেক সম্যক রূপে
 ত্যাগ করিয়া পশু হইতেও অধম হইয়া পড়ি। গভীর
 সাহসুতা, গভীর বিদ্যা বুদ্ধি বিবেক, এবং সত্য ও ধর্ম
 নির্ভা ব্যতীত সহজে সাধু হইবাব আশা করা যায় না।
 বিষয়ী যে উৎকট চেষ্টিয়া বিপুল ধনাধিকারী হইয়া আপন
 নিকেতন মৌরমালায় অলঙ্কৃত করেন, অনুজীবীগণের
 উপর প্রভুত্ব করেন, ধুমধামের সহিত সময় ক্ষেপণ করেন,
 অর্থী ও স্বাবক কর্তৃক স্তুত হন, সেরূপ চেষ্টিয়া সাধুতা লাভ
 করা যায় না। সাধুতা লাভের চেষ্টি অতিশয় উৎকট,
 অথচ সরল। কোন জটিল পথ খুজিয়া লইতে হয় না।
 বিষয়ানুধ্যায়ী ধনীর সঙ্গে সাধুব কোন সুরেরই তুলনা
 হইতে পারে না।

ধনী ক্রমশঃ আপন মনের তেজ, স্বার্থ বল, প্রকৃত
 স্বাধীনতা, উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সমূহ পরিচালনার পবিত্র

সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে থাকেন। গ'ধুতা লাভের চেষ্ঠা-
শীল, ভাগ্যধরের আপন গতিতায়তই বুদ্ধি হইতে থাকে,
ততই তাঁহার মন গবিত্র, নিশ্চক্ৰ সুখে মগ্ন হয়, এবং
তিনি উৎকর্ষ গিণাগাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া দেব সদৃশ
হইতে থাকেন। অতএব দুঃখেব সংগাবে, এই কদাচাব-
এবণ পৃথিবীতে “সহস্রের মধ্যে একজন সাধু হয়।”
লোকানুবাগ প্রিয়তা ও আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি হইতে,
আমবা সহ্যাই মানুষের উপর প্রণয়, স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি
স্থাপন করিয়া চরিতার্থ হইয়া থাকি বটে; কিন্তু এ সংগাবে
“সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়” এ কথা ভুলিয়া
যাওয়া কদাপি বিহিত নহে। তুমি হিংস্র গণ্ডদিগকে ভয়
কর, ভুত প্রেতকে ভয় কর, পিশাচের নাম শুনিলে
শরীর কম্পিত হয় কিন্তু তুমি জান না যে, হিংস্র গণ্ড,
ভুত, প্রেত, পিশাচ অপেক্ষা অনেক ভয়ানক ও অধম
মনুষ্য এই ধরণীতে নিয়ত বিচরণ করিতেছে। ব্যাস
ভল্লুক প্রভৃতির হস্তে গতিত হইয়াও প্রাণের বধধিও
আশা করিতে পাণ, দস্যু তোমাকে সন্ধ্যা বনিনে এমন
আশা স্বপ্নেও করণীয় নহে। যে মানুষ দস্যুতা করে, চুরি
করে, টাকাব জন্য সকল প্রকার নীচতাকে অনেক সময়
অবলম্বন করিতে পারে, স্থায়ী ও মনোতন ধর্ম প্রভৃতির
প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়া সোনা, রূপা, তামা, প্রভৃতি
অকিঞ্চিৎকর পদার্থে ভুলিয়া যায়, তুমি বিশেষ গতক
হইয়া তাহার গহিত ব্যবহার না করিলে, কেনই না বিপদে
পতিত হইবে? অতএব সতর্ক হইবে; লোকানুবাগ প্রি-
য়তা ও আসঙ্গলিপ্সাম মোহিত হইয়া যাইও না। ইদানী-

স্তন লোক সমূহের অনুগাণ লাভেরই বা ততদূর আবশ্যিকতা
ও উপদেশত্র কি আছে? বরং আধুনিক ব্যক্তিবৃন্দের
মহিত বত ঘনিষ্ঠতাব লাভ হয়, ততই মঙ্গল। সাধু মঙ্গ
লাভের অভিলাষাইয়া ভ্রমে পতিত হইও না। নিম্নস্ত
মনে রাখিবে “মহাত্মের মধ্যে এক জন সাধু হয়।”



গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত ।

উপর্যুক্ত উপদেশ বাক্যটি আমরা বাল্যকাল হই-
তেই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি। “গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা
অনুচিত” এই বাক্য সম্বন্ধে কাহাবও মনে কোন রূপ
সন্দেহ, বোধ হয় কখনই উপস্থিত হয় না। এই বাক্য
সম্বন্ধে কাহাবও কোন বক্তব্য আছে বলিয়াও বোধ হয় না;
কেননা মুক্তকণ্ঠে সকলেই বলিবেন, “গুরু বাক্য লঙ্ঘন
করা অনুচিত।” চাপল্য বশতঃই হউক, আর অবিম্বা-
কাবিতা নিবন্ধনই হউক, চির প্রচলিত এই উপদেশ
বাক্যটির সম্বন্ধে আমি দুই চারি কথা বলিতে অগ্রসর হই-
তেছি। সদাশয় পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কথাটি যদি হিতজনক, প্রকৃত এবং সহৃদেয় বা
সৎকার্য সিদ্ধির অনুকূল হয়, তবে তাহা যাহারই মুখ
নিঃসৃত হউক না কেন, লঙ্ঘন করা অনুচিত। গুরু জনেরা
স্বতঃ চিতাকাজক্ষী স্বীকার করি, কিন্তু গুরু জন হইলেই যে
তিনি সকল কথা খুব ভাল করিয়া বলিতে পারিবেন, সকল
কথারই যে গারবস্তা, উপদেশত্র থাকিবে, সকল কথাই যে
হিতজনক, ন্যায় ও ধর্ম সম্বন্ধে হইবে, তাহা কেমন করিয়া

বলা যায়? “গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত” স্মৃতিরাং এই উপদেশ, সকল সময় প্রতিপালিত হইতে পারে না। মানিলাম, আমার পিতা মহাশয় কি জেঠা খুড়া অথবা তাদৃশ অন্য কোন গুরু জন আমাদের অন্যায় বিষয়ে প্রেরণ করিতে বাস্তবিক কুণ্ঠিত; কিন্তু কার্যের ন্যায্যান্যায় বিচার করিতে যেরূপ শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন, যদি তাঁহারা সেকণ শিক্ষিত ও জ্ঞানী না হন, তবে তাঁহাদের সকল কথা প্রতিপালন করা শিক্ষিত পুত্র বা তাদৃশ অন্যবিধ শিক্ষিত স্নেহাস্পদদিগের পক্ষে সহজ হইবে না। স্মৃতিরাং “গুরু বাক্য” তাহাদিগের কর্তৃক লঙ্ঘিত হইবে। অবিচার্য্য রূপে গুরু জনের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও অনুবর্ত্তির অধিক পরিচয় দেওয়া হয় বটে, কিন্তু অবিচারিত কোন কর্মই মনুষ্যের কবণীয় হইতে পারে না। মনুষ্যের জ্ঞান সর্ব্বথা পরিমার্জিত, বিশুদ্ধ ও উন্নত হইয়া ঐশ্বরিক জ্ঞান সদৃশ হইবার নহে, গণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন, “মুনিদিগেরও মতি ভ্রম হইয়া থাকে” মনুষ্য যত কেন মৎ শিক্ষায় উন্নত হউন না, সর্ব্বথা ভ্রম প্রমাদাদির হস্ত হইতে রক্ষিত হওয়াই আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব গুরু জনের কথিত কথা ভ্রম সঙ্কুল হইলে, তাহা লঙ্ঘন করা আমাদের আবশ্যক হইয়া উঠে। মত্যা ও ন্যায়ের অনুবোধে আমাদেরকে সঙ্কলন করিতে হয়। একমাত্র মত্যানুরোধে দাত্তবর কর্ণ প্রাণাধিক পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। অতএব মত্যা ও মতের প্রতি আমাদেরকে নিয়ত যত্নবান থাকিতে হইবে। যদি গুরু জনের বাক্য ভ্রমত্যা স্পর্শে কলঙ্কিত

হয়, আদেশ ন্যায় বহির্ভূত হয়, কদাচ তাহা পালন করিবে না। আর মত্যাও ন্যায়সঙ্গত হইলে সকলের ব্য-
ক্যই প্রতিপালন করা উচিত।

মনে কব, নরেন্দ্র কোন অপরাধের জন্য শিক্ষককর্তৃক
তৎসিত বা প্রহৃত হইয়াছে, নরেন্দ্রের পিতা অপত্য
স্নেহের অনুচিত প্রাবল্য বশতঃ তাহাকে বলিলেন, “ন-
রেন্দ্র। তুমি আর এমন শিক্ষকের নিকট গড়িতে যাইও-
না।” নরেন্দ্রের গুরু বাক্য লঙ্ঘন কবা অনুচিত নহে।
নরেন্দ্রের মাতা কোন প্রতিবাসিনীর সহিত অন্যায়া রূপে
বিবাদ কবিয়া তাহার প্রতিকূলে কার্য্য কবিতার জন্য
নরেন্দ্রকে আদেশ করেন, নরেন্দ্রের গুরু বাক্য লঙ্ঘন
করা আবশ্যিক। আমাব শিক্ষক আমাকে এমন বিষয়ে
আদেশ করিতেছেন, যাহাতে আমাব সুরুচিব ভঙ্গ
হইতে পারে, আমাকে বাধ্য হইয়া গুরু বাক্য লঙ্ঘন
করিতে হইবে। গুরু জনের প্রতি ভক্তিব প্রাবল্য বশতঃ
অনেকে তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্য নিচাব কবা আবশ্যক
বোধ কবেন না, অবাধ্য হইলে গুরু জনের অনুমোদিত
বলিয়া কদাপি তাহার অনুর্ত্তান করণীয় হইতে পারে না।
অগৎ পথে প্রবৃত্ত জানিলে গুরু জনকেও নিবৃত্ত বানিতে
হইবে। যে রূপে হউন, তাঁহাব কার্য্যের অবৈধতা বুঝাইয়া
দিতে হইবে। অন্যথা ক'র্য্যে বাধা দিতেছি বলিয়া আমি
গুরু জনের প্রতি ভক্তি পূন্য হইলাম, কি তাঁহার অবাধ্য
হইলাম, এমন কখনই মনে করিতে হইবে না। পণ্ডিতে-
রাই বলিয়া গিয়াছেন “গুরুরও দোষ বলিবে” কাহার
সহিত কি রূপ আচরণ করিতে হইবে, শাস্ত্রানুসারে সকলের

প্রতিই তাহার নিমগ নির্দিষ্ট আছে। আত্মীয় স্বজন ও গুরু জনের প্রতি যেমন সম্ভাবহার করিতে আমরা উপদিষ্ট হইয়াছি, তদ্রূপ সাধারণের সঙ্গেও সদাচরণ রক্ষা করা ধর্ম্ম শাস্ত্রানুগারে আবশ্যিক। যাহার সঙ্গেই হউক, অসদাচরণে পাপ আছে। যখন দেখিব, গুরু জনের কোন বাক্য প্রতিপালন করিতে হইলে অন্যায় রূপে কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হন, কি বিষাদগ্রস্ত হয়, তখন অবশ্য গুরু-বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত নহে। সুশীল ও সদাশয় বামচন্দ্র হুস্তাভিলাষ সম্পন্ন বৃথা পণ্ডিতস্বয়ং কৈকেয়ী কর্তৃক নিগৃহীত হইলে, পুত্র ভবত কর্তৃক যে রূপ ভৎসিতা হইয়া ছিলেন, সকলেই তাহা অবগত আছেন। ভরতের সুশীলতা, বিবেচকতা, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কেহই গম্ভিহান নহেন। ভবত তজ্জন্য নিন্দিত হন নাই। গবগ গুরু পিতা কর্তৃক নিগৃহীত মনে কবিতা অন্যান্যগাহিয়ু লক্ষ্মণ মহারাজ দশবধের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ কবিয়াছিলেন, যদিও তাহা উগ্র ভাবাপন্ন হউক, কিন্তু সমরোচিত পাঠক-বর্গের নিকট মিস্ট বোধ হইয়া থাকে। ফলতঃ পিতাই হউন, মাতাই হউন, ইচ্ছা দেবতাই হউন, কাহাবও জন্য ন্যায় ও নীতি ত্রুটি পথে বিচরণ করা কর্তব্য নহে। “গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত” বালকেবা এই কথা কে মহাজ মনে কবিতা মুখস্থ কবিতা রাখে, কিন্তু অতি বিবেচনা পূর্বক এই বাক্যটীক উপদেশানুগারে কার্য্য করিতে হয়। অবস্থা বিশেষে বেগন পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী ও পত্নী প্রভৃতি ত্যাজ্য হইয়া থাকে, তেমনই অবস্থা বিশেষে গুরু নাতা ইচ্ছা দেব এবং অন্যান্য গুরু জনও ত্যাজ্য হ-

ইতে পারেন। আগুন কথা এই জানিবে, মৃত্যু, ধর্ম্ম, ন্যায়, মনুষ্যের সর্ব্বত্রই রক্ষণীয়। এই সকলের জন্য যদি মনুষ্য-দায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হয়, সকল সুখ ছাড়িতে হয়, ভয়ানক বিপদে পতিত হইতে হয়, এমন কি প্রাণের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধও পবিত্যাগ করা আবশ্যিক হয়, তথাপি এই সকল হইতে মনুষ্য কদাপি পণিচ্যুত হইবে না।

“গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত” ছাত্রেরা যেন অতি গভীর ভাবে বিচার করিয়া এই উপদেশ বাক্যটী মর্মে গ্রহণ করে।

— ০৩৬ . . . ০ —

সকলের নিকট নম্র হওয়া উচিত ।

নম্রতা মনুষ্যের একটি প্রাথমিক গুণ এবং এই গুণে ভূষিত হইবার জন্য চেষ্টাশীল হওয়া যে প্রত্যেক মনুষ্যের কর্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। নম্রতা ব্যতীত মানুষ বহুবিধ উৎকৃষ্ট গুণ লাভ করিয়াও সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত ও লোকের অনুবাগ ভাজন হইতে পারেন না, ইহাও স্বীকার্য্য। “ফলবান্ বৃক্ষেণ মত গুণবান্ ব্যক্তি মহতঃ নত হন” ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলের নিকট নম্র হওয়া উচিত কি না, এই বিষয় আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞ পাঠকেরা কখনই বলিবেন না, “সকলের নিকট নম্র হওয়া উচিত।” যে নম্রতা পণ্ডিত ও বিজ্ঞ সমাজে নিতান্ত প্রশংসনীয় ও লোকের একান্ত অবলম্বনীয় বলিয়া কথিত হয়, উহাই আবার ব্যক্তি বিশেষের নিকট বা সমাজ বিশেষে নীচতা ও স্বার্থ

মাধনের উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । মূৰ্খ ও
 অল্পদ্র লোকের নিবট যত নম্র হইবে, ততই তোমার
 বিপদও অস্বখ অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । ধর্ম কাহিনী
 যেমন চে.বে বুঝিতে পারেনা, তদ্রূপ নম্রতার মহত্ব,
 নীচচেতা নীচাশয়েবা কিছুই বুঝিতে পারে না; বরং
 নম্র প্রকৃতির ব্যক্তিকে উহার। নির্বোধ ও শঠ বলিয়া
 অভিহিত কনিয়া থাকে । আজকাল কতকগুলি স্বপ্ন ইং-
 রেজী-শিক্ষিত লোক এই পনিত্রা ভাবত মাতার কোমল
 ক্রোড দলিত কবিত্তেছেন । উহারা লেখা পড়ার প্রকৃত
 মর্ম, বিদ্যা শিক্ষার আনন্দাকতা, মনুষ্য চরিত্রের . উৎকর্ষ
 জাতীয় উন্নতি, জাতীয় জীবন, প্রকৃত প্রণয়, স্নেহ ভক্তি
 প্রভৃতির গুরুত্ব কিছুই জানেন না । পারিবারিক ব্যক্তি-
 বন্দেব.সুখ স্বচ্ছন্দ্য সম্পাদন, দেশীয় দ্রাভৃগণের দুঃখবস্থার
 জ্ঞানকরণ, স্ব স্ব জীবনের গবিষ্ঠ প্রয়োজন কিছুই বুঝেন না ।
 মাতৃ ভূমি ভাবত দিন দিন হীনা দীনা হইয়া শীর্ণ কলেবরা
 হইতেছেন, বহু একাব বিপদ, অমঙ্গল, অপবিত্রতা, তা-
 রতকে অনুক্ষণ দক্ষ কবিত্তেছে, জাতীয় একতা, জাতীয়
 ধর্ম বিলুপ্ত হইতেছে, দৈন দুর্ভিক্ষাক মনব ক্রমশঃ অধি-
 বতব রূপে সংঘটিত হইতেছে, তাণাব প্রতি এই সকল
 গুণধবের কিছুই লক্ষ্য নাই, ইহাঁবা বুঝিয়াছেন, অহঙ্কার ।
 আপনাদিগকে শিক্ষিত, বিবেচব এবং স্ব স্ব চবিত্রকে অ-
 ন্যের আদর্শ স্বরূপ মনে করেন, কোন রূপ নীতি বা ন্যায়-
 যুক্ত কথা ইহাঁদের কর্ণ কুহরে স্থান পায় না । ইহাঁদের
 ধমনীতে রক্ত ধরবেগে বহিয়া থাকে, তাহার কল চপলতা,
 নির্লজ্জতা, এবং বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ মাত্র । স্বেদূশ ব্যক্তি

বের নিকট কদাচ কাহারই নম্র হওয়া উচিত নহে । ইহারা লোকের গুণ কিছুই বুঝে না, স্বরং গুণবান্ না হইলে অন্যের গুণ প্রদর্শন শক্তি থাকা সম্ভবে না । গুণী না হইলে গুণের স্বরূপ ও মহত্ত্ব কিরূপে বুঝা যাইতে পারে ? অতএব গুণবান্ ব্যতীত নির্গুণ মূর্থ ও অগার ব্যক্তিদের নিকট নম্র হইবে না । যেমন বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, নদী প্রভৃতি অচেতন পদার্থের নিকট নম্রতা জানাইয়া কোন লাভ নাই, এ সংগারে এমন মনুষ্য অনেক আছে । যেমন পশু, পক্ষী, কীট, গভজ প্রভৃতির নিকট নম্রতা জানাইবার প্রয়োজন নাই, বরং পশু বিশেষের নিকট ঐচ্ছিক্যই অবলম্বনীয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ পশু, পক্ষী, কীট, গভজের ন্যায় অনেক মনুষ্য ধবণীতে বিচরণ করিয়া থাকে । “সকলের নিকট নম্র হওয়া উচিত” এ উপদেশের অর্থ এই যে, বিজ্ঞ, সুশীল ও নম্র প্রকৃতি ব্যক্তির নিকট নম্র হইবে । যিনি নম্রতার গোবর বুঝিবেন, তাঁহার নিকট নম্র হইবে । যাঁহার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রণয়াদি জন্মিয়াছে, তাঁহার নিকট নম্র হইবে । অহঙ্কারী, অবিজ্ঞ, চঞ্চল বুদ্ধি, পণ্ডিতম্বন্য প্রভৃতির নিকট কদাপি নম্রতা জানাইবে না । তাহাদের সহিত এরূপ ভাবে কথা বলিবে, এরূপ ব্যবহার করিবে, যেন তাহারা তোমাকে আপনাদিগের অপেক্ষা কম অহঙ্কারী বলিয়া মনে না করে । বাস্তবিক এরূপ প্রকৃতির লোককে নিরস্তর ভূণ অপেক্ষা লম্বু মনে করিবে । উহাদের প্রণয় বা ভালবাসার আকাজক্ষা হইবার আবশ্যক নাই । উহাদের নিকট স্বীয় সমস্ত স্তুতি স্তুতিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র + যত দূর পারা যায়, উহা-

দের নিকট মনোভাব গোপন করিবে, সবলতা একবারে পরিত্যাগ করিবে। উত্তরা প্রণয়াদি জানাইলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে। ভদ্রতা বা মততঃ জানাইয়া উহাদের নিকট যিনি নম্র হইবেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই উপাঙ্গাম্পাদ হইতে হইবে। অসন্তোষা সংকে স্বার্থপর, নির্যোধ, অগদাচারী মনে কবে, সম্বোধন চরিত্রেব অনুকরণ কবে না; বরং নানা প্রকারে সেই সাধুশীল হিতৈষীকে অপদহ্র এ অপ্রতিভ কবিত্তে চেষ্টাশীল হয়, উহাদের নিকট মরল-তাব ভয়ানক তিরস্কার লিঙ্গ দিছুই পুৰস্কাব নাই। অন্যান্য দোষের মত, যে সে লোকের নিকট নম্র হওয়া দোষ। অতএব “সকলের নিকট নম্র হওয়া উচিত” বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

— :: :: —

লক্ষ্মী পূজা।

সুখেব শঃদোৎসব কথেক দিন মাত্র চলিয়া গিয়াছে। আজি পৌর্ণমাসী বঙ্গনী। বঙ্গবাগীদ মবে ঘরে লক্ষ্মী দেবীর অর্চনা আরম্ভ হইয়াছে। চন্দ্র কিরণে ভুবন হাঃগিতেছে, নীরদ বিহীন নভোমণ্ডলের দৃশ্য মনোহর হইয়াছে, প্রকৃতি দেবী যেন উত্তমরূপে সজ্জিতা হইয়া মানব মন মুগ্ধ করিতেছেন। সকলেই শক্তি অনুসারে উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্মী দেবীর উপাসনায় রত হইয়াছেন। চক্ৰার গভীর বাদ্যে গ্রাম সকল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আজি বঙ্গবাগীর একটি উৎসবের দিন সম্ভেহ নাই। কিছু

ভারতে আর লক্ষ্মী পূজা কেন ? সে সৌভাগ্য, সে ঐশ্বর্য, সে বল বীৰ্য্য, সে ধর্ম ভারতে আর নাই । ভাবত মাতা দীন, মলিনা, অন্নহীন, ক্ষীর্ণ, শোকাস্থিতা; ভারতে কি আর লক্ষ্মী আছেন ? বঙ্গবাসিন্ । আমাদের ভাগ্যে অলক্ষ্মী কত দিন উপস্থিত হইয়াছে, আজও কি সম্যক বুঝিতে পার নাই ? পূজনীয়া মাতা লক্ষ্মীর অনুগ্রহ থাকিলে লক্ষ্মী আমাদের দেশ হইতে অন্তর্হিত না হইলে, আজ আমরা দীন, হীন, হতভাগ্য, পরমুখাপেক্ষী, বলবীৰ্য্য-বিহীন, জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইব কেন ? লক্ষ্মী আমাদের দেশে থাকিলে বোগে, শোকে, পবাধীনতা, দাসত্ব ব্যবসায়ে, আমরা মানব নামের অযোগ্য হইয়া উঠিব কেন ? লক্ষ্মীর রূপা থাকিলে, ভয়ানক দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতি-রুদ্ধি, বন্যা প্রভৃতিতে সমুদ্যত মহতী ক্ষতি সাধিত হইবে কেন ? লক্ষ্মী দেবী দেশে বিদ্যমান থাকিলে আমাদের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃ বিবোধ, সামাজিক বিপ্লব, একতার অভাব, নানাক্রম অশান্তির উদ্বেগ হইবে কেন ? আর কি আমরা দেব দেবীর পূজা করিয়া পূর্বের মত শান্তি পাই ? আর কি আমাদের সনাতন আৰ্য্য ধর্মের প্রতি পূর্বের মত বিশ্বাস আছে ? উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার সুর্য্যোদয়ে, সভ্যতার নূতন আলোকে, আমাদের রীতি, নীতি, আচাৰাদি নূতনতর রূপে গঠিত হইয়াছে । পরি-বর্তন জগতের নিয়ম । কালের শক্তি সৃষ্ট পদার্থসমূহের উপর অনিবার্য্য । কিন্তু সেই কালের পরিবর্তনে আমাদের অবস্থা উন্নত হইতেছে, না আমরা অবনত হইতেছি ? পূর্বের সামান্য একটি উৎসব-দিনে মনের বেরূপ স্মৃতি,

যেকোন এক প্রজাতি প্রকাশ পাইত, এখন আর কি সে রূচি আছে? এখন আমরা সভ্যতাব উচ্চ সোপানে প্রত্যেককে আরুঢ় মনে করিয়া দিন দিন এক অপূর্ণ জীব মধ্যে পুনর্গণিত হইতেছি। হায়! বঙ্গবাসিগণ! লক্ষ্মীর পূজায় কল নাই। আমাদের কিছুই নাই, সব গিয়াছে, যাইতেছে, যাইবে। দেব দেবী আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। আমাদের পূর্ব আর্চবিত কর্ম্য কাণ্ড লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, আমরা এত দূর হীনতায় উপস্থিত হইয়াছি যে, নিজেই ইফ্যানিষ্ট কিছুই বিচার করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে অলক্ষ্মী প্রবলা হইয়াছে। লক্ষ্মী পূজায় শাস্তি কোথায়? মাতঃ লক্ষ্মী দেবি! বিষ্ণু-হৃদয়-বাসিনি! সর্ব গোভাগ্যদায়িনি! তুমি ভাবত ছাড়িলে? অকৃতি সন্তানগণের স্নেহ ও সমতা একবারে বিসর্জন দিলে? মাতঃ! অধম ছাচাচ, দুষ্কিহীন হইলেও জননীর নিকট পুত্র, স্বতঃ কনাই হইয়া থাকে। আর রূপা শূন্য হইও না, পূর্বের মত তুমি ভাবতকে নানা গোভাগ্যে পূর্ণ কর। পূর্বের মত, ভাবতবাসীদিগকে ধন সম্পত্তি, ধর্ম, বল, বীর্ষ্য, দান কর। পূর্বের মত আমাদের হৃদয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, সমতা দাও, আমরা সকলে এক মত হইয়া আবার যেন প্রকৃত ভক্তিব সহিত প্রকৃত বল লাভ করিয়া প্রকৃত উৎসাহ আনন্দে উত্তেজিত হইয়া নানা উপকরণে তোমার চরণাবিন্দ পূজা করিয়া চরি পার্থ হইতে পারি। তুমি দেখে নাই আমরা কাহার পূজা করি? কে শাস্তি দিতে সমর্থ হইবেন? অভ্যাচারী অধম সন্তানগণকে ছাড়িয়া তুমি দেশ ত্যাগ করিয়াছ? প্রথম হও, আমাদের

পাপ হইতে মুক্ত কর, সকল প্রকার ভ্রম দূর কর । আবাব
ভূমি বঙ্গবাসীর ঘরে যবে বিরাজ করিয়া আশাদিগকে
পাব হুঃখার্ণব হইতে উদ্ধার কব ।

— ০ঃঃঃ*— ০ঃঃঃ*—

“ তুমি আমি কে ? ”

কত বিশাখ সাম্রাজ্য কালের অতল জলে ডুবিয়াছে,
কত মহামহোপাধ্যায় রাজা, বাজাদ্রিবার, পণ্ডিত, ধার্মিক,
ঋষি, উদাসী, ধনী, বলবান, রূপবান এই পৃথিবীর লীলা
সাজ করিয়া অনন্ত কাল-শ্রোতের গভীর ধারায় লীন হইয়া
গিয়াছেন, কত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যজ্ঞ, নীতিজ্ঞ
ধীমান্গণের ধরণীতে চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে. “তুমি
আমি কে ?” তোমার আমার বৃথা অহঙ্কার, তুমি আমি
কত ক্ষুদ্র । যে মহম্মদের বুদ্ধি নোশলে, ধর্ম্য বলে, বহু
দিনের উপাসনা ও চিন্তার কল অতি বিস্তীর্ণ রাজা মুসল-
মানগণের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল, এখনও যাহার নামে
মুসলমানদিগের ভক্তি-শ্রদ্ধা উথলিয়া উঠে, সে মহাত্মা
মহম্মদ কোথায় ? অর্য্য জাতিও গত গৌরবের কথা স্মৃতি
পাথে উদিত হইলে মন যেন কেমন এক উৎকট বৈরাগ্য
রসে অবশ হইয়া যায় । সূর্য্য বংশের নৃপতিগণের কথা
মনে কর, তাঁহাদের নীতিবলাপ আশা কর । মহামুনি
ব্যাস বিরচিত বিস্তৃত পুরাণ মহাভারতীয় ঘটনাবলী চিন্তা
কর, কেবল দেখিবে কালের জয় !! সূর্য্যবংশাবতংস
মানব শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুণ ভূষিত রামচন্দ্র এখন কোথায় ?
বিক্রম দেশারী লক্ষ্মণ কত বোদ্ধার সহিত অমিত বল

বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন; কত দুঃস্থ গৃহস্থ, দুঃস্থ
 ধৈর্য ধারণ করিয়া দুঃস্থ কার্য কলাপ সাধন করিয়াছেন;
 কিন্তু কালের অব্যাহত গতির বাধা জন্মাইতে পারেন
 নাই। অসাধারণ যোদ্ধা মহাত্মা অর্জুন স্বীয় গাণ্ডীব
 চালনে কত বীর শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণের সুদৃশ্য আভরণ সম-
 স্থি ৫ যন্তকরাশি ছেদন করিয়াছেন; অমোঘ বলশালী দেব,
 নর, রক্ষ, যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিকে সংগ্রামে পরাস্ত
 করিয়াছেন; যাহার দৃঢ় অধ্যবসায়, অবিচলিত গৃহস্থতা,
 অসাধারণ ধৈর্য, অমিত বল, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ইয়ত্তা
 ছিল না, মর্কটুকু কালের কবলে তাহা সকলই আগ্রস্ত
 হইয়াছে। যে রাজা, ঐশ্বর্য্য পদের জন্য সমুদ্রের ন্যায়
 গম্ভীর ধর্ম্মাবতাব সুধিষ্ঠির, মহা মহাবীরগণের হিন্ন যন্তকে,
 বিপুল শোণিতে, শব মাংস-ভোজী বিহঙ্গম ও চতুষ্পদ-
 গণের অশ্বি কর্কশ ধ্বনিতে পবিত্র বিস্তৃত প্রান্তর কুরু-
 ক্ষেত্রের দৃশ্যকে ভয়ানক করিয়াছিলেন, এবং সত্যের
 অসাধারণ পক্ষপাতী হইয়াও দ্রোণাচার্য্যের নিধন সাধন
 জন্য “অশ্বখামা হত হইয়াছে” এই মিথ্যাবাদে যিনি
 বসনাকে দৃষিত করিয়াছিলেন, সেই সুধিষ্ঠির কোথায় ?
 তাহার সে রাজা, সে ঐশ্বর্য্য, সে পদ কোথায় চলিয়া
 গিয়াছে ? ক্রায়েব মহান্ সত্রাট্ নেপোলিয়ন কোথায় ?
 সমগ্র পৃথিবীর অধিকার পাইয়াও যাহার রাজ্য স্পৃহার
 লঘব হইয়াছিল ন; সমুদায় ইচ্ছার সহিত জুবন্ত কাল
 তাহাকে সেন্টহেলেনার স্থতিকায় পরিণত করিল, তাই
 বলি “তুমি আমি কে ?” তোনার আমার আবার অহ-
 ঙ্কার ? বিক্রমাদিত্য কোথায় ? তাহার সভাস্থ নবরত্ন

কোথায় ? মহাকবি কালিদাসের পুস্তকগুলি প্রঃম প্রাপ্ত হইলে এত দিন তাঁহার অস্তিত্বেব কিছুই চিহ্ন থাকিত না । সেক্সপিয়র নাই, গালীলিও নাই, আখাদেব মনুজ-শ্রেষ্ঠ ঋষি নাবদ নাই, বশিষ্ঠ নাই, বিশ্বামিত্র নাই; সে মহাত্মা তপোবলে, পাণ্ডিত্য বলে, আগনি ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি কোনকণ বল প্রয়োগেই কালকে জয় করিতে পারেন নাই । সেই ঐশ্বর্যবতান কৃষ্ণ কোথায় ? রমণীর মণি রাধিকা, দ্রৌণদী, মীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, অহল্যা, কুন্তী অত্যধিক কাল ভ্রমণে ত্যাগ করিয়াছেন । যে বুদ্ধ দেবেব পবিত্র মতে এক সময়ে ভাবতবাণীর অধিকাংশ মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে সে বুদ্ধ, সে বৌদ্ধ ধর্ম কোথায় ? কুগি জ্ঞান-চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া দেখ, দেখিবে সংসারে সকলই যায়, কিছুই থাকে না । কত রক্ত গিয়াছে, যাই-তেছে, যাইবে । ইহাব নিগূঢ় রহস্য আমরা কিছুই বুঝি না । কেমন যেন এক উৎকট মোহে ডুবিয়া যাই, আবর্তিত প্রাপ্ত হইতে পারি না । নিয়ত ভয়ঙ্কর অসুখবাশি ভোগ করিতেছি, কত বার জীবনে ইতাম্ব হইতেছি, কত বার জীবনকে গভীর বিপদ সমুদ্রেব সম্মুখ করিতেছি, অশান্তিরূপ ভীষণ অনলে হাড়ে হাড়ে পুড়িতেছি, তথাপি মত্ততার একটুকু লাঘব হয় না, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য সকলের জন্য যুরিয়া বেড়াইতেছি, অন্যের মুখাপেক্ষী হইতেছি । হায় গোড়া মন ! হায় অবিম্ব্যকারিনু মানব ! সমর্পে এই পৃথিবীতে গদ নিক্ষেপ করিতে কিছুই লজ্জিত হও না । মান, মন্ত্রম, গদ প্রভৃতির অমারতা নইয়া কেব

অনুগ্ৰহ বিপদে গতিত হইতেছে ? কত মহামানীর চব্বা-
বস্থায় দেহ কাটকুমে কাটিতেছে, জ্বলন্ত বহ্নিতে ভস্মসাৎ
হইতেছে, কর্ণাঘাত গলিলে . ভাসিতেছে, তোমার আমাব
মান কতটুকু ? বিনশ্বর শবীৰ-মন্ত্ৰে যেরূপ অকিঞ্চৎকর
ভাবে নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে কালের প্রত্যেক জয়জা-
যতে শঙ্কিত থাকিতে হয় । ঘড়ীর কাঁটার কিঞ্চৎ ব্যতি-
ক্রম ঘটিলেই যেমন সময়ের শিব কবা বঠিন হইয়া উঠে,
তোমার শবীৰ-মন্ত্ৰেবও কিঞ্চৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেই সাং-
সারিক কাব্যকলাপের প্রতি আশ্রয় অনেক লায়ব হইয়া
পড়ে । যে শবীবেব মন্ত্ৰে আমাদেব কিছুট স্বাধীনতা
নাই, যখন ইচ্ছা, যে স্থানে ইচ্ছা, ইহা অনায়াসে বিদ্যস্ত
হইতে পারে, কোনরূপ মানবীয় বল যাহাব বক্ষা বিধান
করিতে পাবে না, শত শত পুণ্যবান্, শত শত মহর্ষি,
শত শত বলীযান্, শত শত বাজ্যেশ্বর, সাহাব রক্ষা
বিধান করিতে পারেন নাই, “ভূমি আমি কে ?” সেই
অমাব শবীবেব কতকগুলি অমাব বৃত্তির উত্তেজনায আভি-
মানী হই । চতুর্দিকে যত আনন্দেব কোলাহল শুনিতে
পাই, চতুর্দিকে যত বিবাদ বিসম্বাদেব বিকট ধ্বনি শুনিতে
পাই, যত মহোৎসব, মহাহাগোব উল্লাস প্রত্যক্ষ করি,
যে সকলই মহা চিতার ভীষণ শব্দেব অব্যবহিত পূর্ব ক্রিয়া
মাত্র । কয় জন লোক এই মায়াবয় জগতের কার্যকলাপ
স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া থাকেন ? কয় জন লোক এই
সংসারের আনন্দ ভুলিয়া তত্ত্ব রাজ্যের পথানুসরণ করেন ?
কল্পজন লোক নিত্য ও স্থায়ী সুখের উপায় কল্পনা বুদ্ধিতে
ঔন্যোক্তি করিয়া রাখেন ? যদি সংসারে অধিক আশ-

ধোঁর বিষয় কিছু থাকে, তাহা আমাদের সংসার-মত্ততা, যদি অধিক অজ্ঞানতা কিছু থাকে, তাহা আমাদের সংসার-মত্ততা, যদি অধিক মুর্থতা কিছু থাকে, তাহাও আমাদের সংসার-মত্ততা । ঐন্দ্রজালিকের কার্য দেখিয়া হাসি, অধিক মুগ্ধ হই, অতিশয় চমৎকৃত হই; কিন্তু সাংসারিক ঘটনানিচয়ের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি স্থাপিত করিলে ভোজ বাজি আর আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে না । আমরা প্রত্যেকেই মায়ার পুতল, সেই দক্ষ বাজিকর কি আশ্চর্য্য সূত্রে আমাদেরকে বন্ধন করিয়া নাটাই-তেছেন ।

ভ্রাতঃ । ইন্ট বিবোধে এত অধীৰ হইতেছ কেন ? ইন্ট কি ? তাহাবই ঠিক নাই, অধীৰতা কিগেব জন্য ? দেখিতেছ কিছুই থাকে না, টাকা থাকে না, পয়সা থাকে না, দালান কোঠা থাকে না, হয়, হস্তী, উষ্ট্র, গাড়ী, গাল্বো সকলই ছাড়িয়া মানুষ এই ভব ধাম হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় । আমরা আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্ত্রী, পুত্র, অনুগ্রহ, দাস, দাসী, অন্য প্রবাবের আপনাব লোক, কেহই কাল-গতির বাধা জন্মাইতে পাবে না । মানিলাম, তোমাব বিপুল ঐশ্বর্য্য আছে, বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য আছে, আববোপন্যাগে বর্ণিত বিচিত্র ভবন সকল ও স্ত্রী সকলের মত তোমাব প্রাণাদপূঞ্জ ও স্ত্রীগণ আছে, সমুদায় পৃথিবীতে তোমাব বশ আছে, তোমাব সুপণ্ডিত পুত্র কণ অমৃত আছে, গুণবতী ভার্য্যাক্রপ অমৃত আছে, শরীর সুস্থ আছে । একটিও শত্রু নাই, ভুবন ভরিয়া মিত্র আছে, অপরিণীত ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও প্রভুত্ব আছে; কিন্তু কালের

শক্তির উপর তোমার কিছুই কর্তৃত্ব নাই। তোমার যাহা আছে বলিয়া কল্পনা করিতেছি; প্রীকার করিয়া লইতেছি, বাস্তবিক এ সকল যাঁহাদের ছিল, এখন সেই ব্যক্তিদের এবং তাঁহাদের ভোগ্য বিষয় সমূহের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই।

(সম্পূর্ণ)

—::#::—

ভূমি সংশোধন ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৭	ভুলিয়া	ভুলিয়া
২৪	৪	করিয়াছ	করিয়াছেন
০	৪	হা	হা
৬১)	৩	বিষমম	বিষম
ঈ	১৭	আবক্ত	আসক্ত
৬৬	২৫	ভুলিয়া	ভুলিয়া
৬৭	৬	দেখিবে	দেখিব
৬৯	৬	ভুলিয়া	ভুলিয়া
এ	২৩	বিষয়ে	বিষয়কে
৪০	২৩	প্রাণিক	অস্থায়িক
৪১	৭৫	দিকের	দিনের
৪২	২৬	ভুলিয়া	ভুলিয়া
৪৫	২৫	বিষয়	বিষয়ে
৪৬	৯	অবিমূঢ়াকারিতায়	অবিমূঢ়াকারিতায়
৪৭	২০	সংশয়ত	সংশয়ত
৪৮	৪	সকলই	সকলকেই
এ	৮	মোহান্ত	মোহান্ত
ঈ	১১	মমতা	মমতা
এ	২৬	তখন	তখন
৪৩	১১	জাগরক	জাগরক
৪১	৯	কার্যকলাপ	কার্য কলাপ
ঈ	২৬	পথে	পথে
৪৬	৬	তাহাও	তাহাও
৪৭	২১	তাহারাত	তাহারাত

পৃষ্ঠা	পঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
০৪	৩	কাবু	বন্ধু
৫৫	১২	প্রবল	প্রাণ
ঐ	১৭	মনা	মন্য
ঐ	২০	নির্ভর	নির্ভর করে
*৫৭	১	বনো	বটনা
ঐ	৭	কিছু	কিছু
০৯	৬	নন্দাম	নন্দাম
১৭	১১	ফল	ফলে

১৬ পৃষ্ঠার ৫ পঙ্ক্তির “জন্য” শব্দের পর ‘তে’মার প্রস্থতি
ফিরিবে। যে ব্যক্তি” বসিবে।

